হেমোপাখ্যান।

কল্পিত উপন্যাস।

শ্রীমধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত

ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৯ আহীরীটোলা।

১২৮৪।

মূল্য আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

হে গুণগ্রাহী মহোদয়গণ এই সুবর্ণা সালঙ্কৃতা হেমা নামিকা কন্যা স্বরূপিণী উপন্যাস খানিকে সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে বাধিত হইয়াছি, ইনি যে সাধারণের আদরিণী হইবেন এরূপ প্রত্যাশা করি না, পাঠক সমাজেও যে হতাদর প্রাপ্ত হইবেন ইহাও সম্ভব নয়, অতএব মমানুরোধে ইহার লালিত্য রসাভিষিক্ত সুলাবণ্য দর্শন জন্য সকলে সাদরে ইহাকে গ্রহণ করিলেই মদীয় কৃতজ্ঞতার বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইব।

ফরাসডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল নন্দী এই পুস্তক খানি মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্তও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

সাং কমুইবাঁকা }
হাং সাং চন্দননগর। }

শ্রীমধুমাধব শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

কাশ্মীর দেশের বায়ুকোণে শঙ্করবাস নামক হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গের অধিত্যকা প্রদেশে শূরপাল নামক এক গন্ধর্ব্ব বাস করিতেন, তাঁহার হেমাঙ্গী নাম্নী পরম সুরূপা এক কন্যা ছিলেন, ঐ কন্যা একদা শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন চন্দ্রভাগা নদী তীরে তপোধন মহর্ষি বিশ্বামিত্র যোগাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ রহিয়াছেন; তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে একটী সর্প বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাপসদিগের তপঃপ্রভাবে হিংস্রক জন্তুরাও হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অহিংস্রক জীবের ন্যায় যে আশ্রমপ্রদেশে বাস করে, ইহা জানিয়াও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ হেমাঙ্গী তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সেই ভুজগোপরি একটী ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। দৈবাৎ সেই লোষ্ট্রাঘাতে আহত হইয়া সর্প মহর্ষির গাত্রের উপর গিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ অগ্নিতুল্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কোপান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। রে পাপীয়সি! যৌবনগর্ব্বে উন্মত্তা হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি? এইক্ষণে তোর অহঙ্কার চূর্ণ হউক, তুই মানবী রূপে পাতালগামিনী

হইয়া নাগালয়ে অবস্থিতি করিবি এবং তোকে মহাসর্পের নিকটে সর্ব্বদা সশঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিতে হইবে।

যৎকালে বিশ্বামিত্র হেমাকে এইরূপ অভিসম্পাত করেন, সেই সময়ে হেমার পিতা শূরপাল গন্ধর্ব্বদুহিতার শাপ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া দুঃখিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে শীঘ্র সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহামুনি গাধিপুত্র গন্ধর্ব্বের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন। হে স্বর্গগায়ক! আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কোপই অস্ত্র, আমি কোপাবিষ্ট হইয়া যাহা কহিয়াছি, তাহা তোমার কন্যাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া গন্ধর্ব্ব শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সানুকূল হইয়া আমার কন্যার কৃতাপরাধ মার্জ্জনা করুন। ঋষি কহিলেন, হেমা! অষ্টাবিংশতি বৎসর নাগভবনে থাকিবে, পরিশেষে বহুগুণসম্পন্ন এক জন মানবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে।

বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে হেমাঙ্গী মানবী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পাতালাভিমুখে পতিতা হইলেন।

গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় তনয়ার ঈদৃশী দশা দর্শনে দুঃখিত মনে নিজাবাসে গমন করিলেন। ঐ কন্যা পাতালে পতিত হইবামাত্র তাঁহাকে মানবীরূপ দেখিয়া মহাসর্প

গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু ব্রহ্মবাক্যের প্রভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই কেবল ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। অধুনা এক নির্ম্মল যশস্বী ও পরোপকারী ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু যৎকালে হেমাঙ্গী উদ্ধার পান তখন গন্ধর্ব্বলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল।

মন্দর পর্ব্বত হইতে ভীষণ দানবের পত্নী চন্দ্রকলা সেই বাদ্যোদ্যম শুনিয়াছিলেন কিন্তু কি কারণে সেই দুন্দুভিধ্বনি হইল তাহার কারণ জানিতে সমুৎসুক হইয়া স্বীয় পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। নাথ! অদ্য গন্ধর্ব্বভবনে এরূপ বাদ্যাদি মহোৎসব দেখিতেছি ইহার কারণ কি, যদি আপনার অবগতি থাকে অনুকম্পাপূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করুন। ভীষণ কহিলেন প্রিয়ে! অদ্য আর রাত্রি নাই, অতএব পশ্চাৎ কহিব এক্ষণে আমি কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিব; এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন, চন্দ্রকলাও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বহু দিবস পরে ঐ বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার স্মরণ হওয়াতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম! আপনি কহিয়াছিলেন গন্ধর্ব্বলোকে যে উৎসবাদি হইয়াছিল তাহার কারণ বলিবেন কিন্তু অনেক দিন হইল তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আপনিও স্মরণ করিয়া আমাকে কহেন নাই, এক্ষণে পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন ভীষণাসুর কহিলেন প্রিয়ে! সেই দিন

শূরপাল গান্ধর্ব্বরাজের কন্যা, হেমা বিশ্বামিত্রের শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গন্ধর্ব্বলোকে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। সেই আহ্লাদে আনন্দিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ উৎসবে উন্মত্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত বাদ্যাদি শ্রুত হইয়াছিলে। তখন চন্দ্র-কলা কহিলেন, হেমাঙ্গী কি কারণে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপে শাপোন্মুক্ত হইলেন তাহা সবিস্তর বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করুন্। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে হেমাঙ্গী মহদতিক্রম করিয়াছিলেন তজ্জন্য কৃপানিধান মহর্ষি তাহারই পাপক্ষয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে শাপরূপ দণ্ডভোগ করিতে দিয়াছিলেন নতুবা সাধুরা কাহারও অনিষ্ট করেন না, তাঁহাদের ক্রোধও চিরস্থায়ী নহে, কেবল মধ্যে মধ্যে অসৎপথাবলম্বীদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা কোপ করেন। যাহা হউক, ক্ষণে সবিস্তর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। ভীষণাসুর কহিলেন প্রিয়ে! তবে শ্রবণ কর।
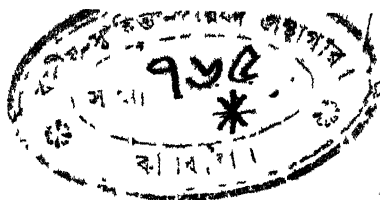
হেমোপাখ্যান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকালে মৎস্যদেশের ঈশানভাগে ইন্দ্রনগরে কবিধ্বজ রাজার পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন অতি সুশীল ও পরম দয়ালু বীরধ্বজ নামে এক রাজা বাস করিতেন, সুরসেন নামক এক জন ক্ষত্রিয়সন্তানের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল, সেই বন্ধুদ্বয়ে তুল্য বয়ঃক্রম, এক অবয়ব, ভিন্নদেহ মাত্র এবং তাঁহাদের ঈদৃশী অনুরক্তি ছিল যে পরস্পর একাত্মা স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিতেন।

একদা উভয়ে মৃগয়াচ্ছলে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, বনমধ্যে দিবাবসান হইল, তখন সেই ঘোর বিপিনস্থ একটি মানব শূন্য ইষ্টকময় বাটী দেখিয়া অনুপায়বশতঃ তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। যে গৃহে পূর্ব্বোক্ত পাতালস্থিতা কাদম্বিনী নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কাঞ্চন-প্রতিমার ন্যায় রূপলাবণ্যশালিনী সেই রমণীর প্রতিকৃতি বৈদূর্য্য-প্রকোষ্ঠাধারে অবস্থিত ছিল।

রাজতনয় সেই চিত্রপট নিরীক্ষণ করিয়া সখারে সম্বোধনান্তে বলিলেন, সখে! এই চিত্র কামিনীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই কেন উহার গুণগরিমার প্রতি আমার চিত্ত সহসা আকৃষ্ট হইল, এই বলিয়া তিনি বিমর্ষ চিত্তে অধোবদনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। সুরসেন তাঁহার চিত্তবৈকল্য দেখিয়া তাঁহাকে অন্যমনা করিবার নিমিত্ত অন্য গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র কথঞ্চিৎ মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া বয়স্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, মিত্র! তোমার সাহায্য ভিন্ন আমার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব এ বিষয়ে বিশেষ রূপে তোমায় আনুকূল্য করিতে হইবে।

এইরূপ রাজতনয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে শূরসেন বিষণ্ণভাবে কিঞ্চিৎকাল তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরিশেষে সেই চিত্রপটের নিম্নাক্ষর তাঁহার নেত্রগোচর হইল, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে যে এই বাটীর উত্তরাংশে একটি অভিনব কানন আছে সেই কাননের জলাশয় মধ্যে ঐ কাদম্বিনীকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ আশ্চর্য্য লিপি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শূরসেন কিয়ৎক্ষণ তাহাই অনুশীলন করিতে লাগিলেন, ক্রমে বিভাবরী অবসান হইল, প্রভাত হইলে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া অতি সত্বর অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া মিত্রানুরোধে এবং সেই লিপি অনুসারে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন, ক্রমে নবকাননে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন, সুবর্ণবর্ণ বিকশিত কুসুমে আকীর্ণ সিন্ধুবার অত্যুৎকৃষ্ট কর্ণপূর সদৃশ কর্ণিকার সকল কামিজনগণের ঔৎসুক্যজনক প্রফুল্ল কুরুবক ও অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি ও সুদৃশ্য শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানাবর্ণ পুষ্পের বৃক্ষে সুশোভিত হইয়া ভাবুকজনের মনে বিবিধ নব নব ভাবের আবির্ভাব করিবার জন্যই যেন অবস্থিত রহিয়াছে। কোথাও সুশীতল জলসম্পন্ন সরোবরে অমল কমল ও উৎপলদলে নীহারবিন্দু পতিত হইয়া মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং দিবাগমে রজনী বিরহ দূরীভূত হওয়াতে মকরন্দ লোভা ষট্পদীগণ পুঞ্জে পুঞ্জে উড্ডীয়মান হইয়া প্রভূত ফুল্লারবিন্দ সমূহের মকরন্দপানে উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে আপনাদের বিচ্ছেদ দুঃখ যেন প্রিয়তমাকে জানাইতেছে এবং বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ সলিলে কলহংসাদি পাতুরচ্ছদ পক্ষী সমুদয় বিচরণ করিতেছে। এই সকল মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া শূরসেন অপরিমিত কৌতূহল লাভ করিলেন। তাহার পর, অদূরবর্ত্তী বিবিধ ফলশালী মহীরুহ পরিশোভিত উগ্রতপা মহর্ষি কৌণ্ডিন্যের আশ্রম অবলোকন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে অতিথি বলিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে সেই ধমনীব্যাপ্ত কলেবর ধর্ম্মাত্মা কুণ্ডিনপুত্র শূরসেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অনাময় প্রশ্ন করিয়া বলিলেন; ধীমান! তুমি অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কি নিমিত্ত এই

বনমধ্যে আসিয়াছ ? ঋষির এই কথা শুনিয়া শূরসেন নম্র-ভাবে বিনয় পূর্ব্বক নিজ আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

কৌণ্ডিন্য তপোধন তাঁহার মনোগত বিষয় অবগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস ! ঐ যে সম্মুখবর্ত্তী জলাশয় দেখিতেছ, উটি ভূষৎ নামক মহাসর্পের বাসস্থান। সেই বৃহৎ ব্যাল গোধূলি সময়ে উঠিয়া অর্দ্ধ রজনী পর্য্যন্ত এই বনে আহারার্থে পশু অন্বেষণ করে এবং যামিনী শেষ হইলে সেই সর্প পুনরায় স্বস্থানে যায়, এইরূপ প্রতিদিন করিয়া থাকে। সেই সর্পের ভয়ে প্রথম রাত্রে কোন জন্তু এবনে সমাগত হয় না, রাত্রি শেষ হইলে বন্য জন্তু সকল আসিয়া নির্ভয়ে এই স্থানে বিচরণ করে। কিন্তু তুমি যদ্যপি কোন কৌশল দ্বারা সেই বলিষ্ঠ বিষধরকে বিনাশ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এবং অনায়াসে সেই কন্যার সন্দর্শন পাইবে, নচেৎ অসূর্য্যা-স্পর্শ্যারূপা কাদম্বিনীকে কদাপি দেখিতে পাইবে না। তাহার কারণ এই যে ভূষৎনগরে শিরোরত্নের প্রভাবে জলমধ্যে পাতাল গমনের প্রশস্ত পথ উত্তমরূপে দৃষ্টি-গোচর হইবে এবং তদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে পাতালপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে, অন্যথা তথায় গমন করিবার অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। এই সদুপায় কহিয়া কৌণ্ডিন্য তপোধন তাঁহাকে সে দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু শূরসেন কন্যা দর্শনের ঔৎসুক্য বশতঃ সেই রাত্রেই সর্পকে বিনাশ করিবার জন্য মহর্ষির নিকটে বিদায় লইলেন।

অনন্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নবকানন ঘোরন্ধকারে আরম্ভ হইতে লাগিল তখন শূরসেন অতি শীঘ্র অশ্বটীকে লতা-পাশে বন্ধন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একটী শালতরুতে আরোহণ করিলেন এবং সাবধান পূর্ব্বক অধোদৃষ্টে রহিলেন। কিঞ্চিৎপরে ভুষৎনাগ সরোবর হইতে শৈল শৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়া মহাদম্ভে ঘোরতর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রলয়ের মরুতের ন্যায় অতি প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র জন্তু সকল স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া গেল, বৃক্ষ সকল কম্পিত হইতে লাগিল। তৎপরে সেই ভুজঙ্গম জিঘৎসু হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখব্যাদান করতঃ কাননমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ক্ষণকাল পরে শূরসেনের অশ্বটীকে দৃষ্টিগোচর হইল তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পদ তুণ্ড দ্বারা ধারণ করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ উদরস্থ করিল। সেই সর্পের শিররত্নের জ্যোতিতে সমুদয় বিষয় বিলক্ষণ রূপে দেখা যাইতে ছিল সুতরাং নিজ অশ্বকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসনে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সংস্থাপন করতঃ আকর্ণ সন্ধান করিয়া বলিষ্ঠ নাগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গুরুতর শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গের প্রাণ বিনাশ হইল।

তাহার পর শূরসেন সেই কাননারাতি মহাভুজঙ্গমকে নিহত করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে বৃক্ষ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্পমণি সংগ্রহ পূর্ব্বক অতি শীঘ্র সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলে সহসা পাতাল বর্ত্ম তাঁহার নেত্র গোচর হইল। সেই অপূর্ব্ব বর্ত্ম দর্শনে তিনি

একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে করিলেন, কি চমৎকার, ঈশ্বরের কার্য্য সকল কত স্থানে কতই আশ্চর্য্যরূপে পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ তথায় বিরাম করিলেন পরিশেষে পাতালপুরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সহসা মৃত্যুমুখে প্রবেশ করাও দুঃসাহসিকের কার্য্য এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে সাতিশয় আশঙ্কা হইতে লাগিল। কেননা, অনেক কৌশল দ্বারা একটী সর্পকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু যে স্থানে যাইতে হইবে সেস্থানে সর্পমণ্ডলী, নাগপুরী সুতরাং অতি ভয়ানক, সেখানে যে অসংখ্য অসংখ্য নাগগণ অবস্থিতি করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। অতএব এই অসমসাহসী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আমার মৃত্যু হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। যাহা হউক যদিও প্রাণান্ত হয় তথাপি গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, যেহেতু ঋষিবাক্য কখনই অন্যথা হইবে না, মহর্ষি কৌণ্ডিন্য আমাকে অনুমতি করিয়াছেন যে ভুবৎনাগকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই তোমার মনস্কামনা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে সেই কথাই শিরোধার্য্য। এই ভাবিয়া শূরসেন অল্পে অল্পে পাতালপথে গমনোদ্যোগী হইলেন, আবার আতঙ্ক বশতঃ পশ্চাদ্গামী হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল।

তাহার পর, তিনি এই মনের মধ্যে এইটী নির্দ্ধারিত করিলেন যে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া অদ্যই হউক আর

শতান্তেই বা হউক মৃত্যু একবার নিশ্চয়ই হইবে, না হয় আমি এই স্থানেই পরলোক প্রাপ্ত হইব তাহাতেই বা ক্ষতি কি। এই নশ্বর দেহে জীবিত বাসনা অপেক্ষাও পরোপকার ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট তন্নিমিত্ত মহাত্মা দধীচি আপনার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগণের প্রত্যুপকার করিয়াছিলেন। এবম্প্রকার বিবেচনা করিয়া সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা শূরসেন বন্ধু হিতার্থে জীবনপর্য্যন্ত পণ করিয়া অগম্য পাতালপথে প্রবেশ করিলেন এবং বিবরমধ্যে প্রদেশ সকল অবলোকন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কোথাও সূর্য্যকান্তমণি দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া গুহার অন্ধকার নিদূরিত করেতেছে; কোন স্থানে নীলকান্তমণি নিজ স্নিগ্ধ জ্যোতিতে স্থানটীকে অতি রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও অন্ধকারে শুভ্র হীরক খণ্ড সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া গুহাটীকে নক্ষত্রমণ্ডল মণ্ডিত নীল নভস্তলের ন্যায় শোভা সম্পন্ন করিতেছে; এই সকল শোভা সন্দর্শনে তাঁহার মনোগত ভয় তিরোহিত হইয়া প্রত্যুত অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল।

পাতাল মধ্যে এইরূপে বহুদূর গমন করিলেন, অবশেষে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিলেন ঐ ভবনমধ্যে বহুসংখ্যক নাগগণের অবস্থান সম্ভব, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন তথায় জনপ্রাণী নাই, সুতরাং অগ্রসর হইয়া ক্রমে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিবরপথের যেরূপ সৌন্দর্য্য

দেখিয়া আসিয়াছিলেন, বাটী মধ্যে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল রত্নসিংহাসনে স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় কমলনেত্রা কাদম্বিনী বিরাজিতা রহিয়াছেন, তাঁহার মৃগাঙ্ক বিরহিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুখমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডিত গগণ মণ্ডলানুকারী হীরক খচিত সিংহাসনে উদিত রহিয়াছে। নবজলধরোপম কেশপাশ তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছে, অঙ্গকান্তি বিদ্যুল্লতার ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে। কি অনুপম শোভা সেই রমণীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া শূরসেন চকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার চিত্ত যেন শূন্যে উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল, তখন তিনি ভাবিলেন, কি চমৎকার! আমি শৈশব কালাবধি ঈদৃশ রূপলাবণ্যসম্পান্না কামিনী কখনত নয়ন-গোচর করি নাই, আর অবনীমণ্ডলে এরূপ আশ্চর্য্যরূপ বিদ্যমান থাকা নিতান্তই অসম্ভব বোধ ছিল, যাহাহউক, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্যরূপ নয়ন-গোচর হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। এই ভাবিয়া তিনি নম্রভাবে শনৈঃ শনৈঃ সেই কামিনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া আপনার নাম ও পরিচয় যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক অনুনয় বাক্যে বলিলেন। ভদ্রে! তুমি কি সৌদামিনী অচঞ্চলা রহিয়াছ, অথবা চিত্রপটের কাদম্বিনী। আমার অনুভব হইতেছে যে বুঝি তুমি বিধুপ্রিয়া রোহিণী হইবে, তাঁহার ষোড়শকলা হরণ করিয়া লুক্কায়িতা রহিয়াছ, নতুবা এমন আশ্চর্য্য রূপলাবণ্য কখনই বর্ত্তমান হইত না। অতএব তুমি সামান্যা মানবী নহ, তোমার

সুললিত অঙ্গসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমার চিত্ত চমকিত হইল, নয়ন প্রফুল্ল ও মন পরিতুষ্ট হইল, কিন্তু সবিশেষ পরিচয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইতেছে। হে চারুরূপিণি! নিজ পরিচয়াদি বিশেষরূপে অবগত করিয়া আমাকে বাধিত কর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কাদম্বিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন্ এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বদনে বসন ব্যবধান পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আপন মনে ইহাই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে এই স্থান অতি ভয়ানক ও দুর্গম, এস্থানে অপ্সর কিন্নর এবং যাঁহারা অনায়াসে পলকের মধ্যে আকাশ হইতে অবলীলাক্রমে সপ্তদ্বীপ অবলোকন করেন, তাঁহারাও আগমন করিতে শঙ্কিত হন। এক্ষণে মানব হইয়া ইনি কি প্রকারে সমাগত হইলেন, এখানেত মানব জাতি আসিবার কোন ক্রমে সম্ভাবনা নাই, আর আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে এই অভাগিনীর ভাগ্যে মানব সন্দর্শন ঘটিবে। ফলতঃ ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, অদ্য আমার শুভদিন ও সুপ্রভাত হইয়াছিল তন্নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব দর্শন ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, বীরপুরুষ! বহু সৌভাগ্যে অদ্য আপনকার সহিত আমার সন্দর্শন হইল, কিন্তু এক্ষণে পরিচয় প্রদানের সময় নহে, আমার সমুদয় বৃত্তান্ত আপনাকে পরে কহিব, আপাততঃ আমার মনের মধ্যে ঘৎপরোনাস্তি আশঙ্কা হইতেছে। কারণ সেই দুর্জ্জয় খলস্বভাব অতি নৃশংস ভুষংনাগ আহারার্থে কানন ভ্রমণে গিয়াছে, হঠাৎ আসিয়া পাছে

আপনকার প্রাণ বিনাশ করে এই চিন্তাতেই আমি ব্যাকুলিত হইতেছি, আর জন্মাবচ্ছিন্নে আমারও ক্লেশের পর্য্যবসান হইবে না, আমি সর্ব্বক্ষণ ইহাই অনুশীলন ও চিন্তা করিতাম যে এমন ভয়ানক দুর্গম স্থানে মানবজাতি কিরূপে আগমন করিতে সমর্থ হইবে, আর কি প্রকারে আমি এই প্রগাঢ় দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, অতএব আমার কপালক্রমে যদ্যপি আপনি সানুকূল হইয়াছেন, তবে সেই দুরাত্মা কালের মুখ হইতে জীবন রক্ষার নিমিত্ত আশু উপায় বিধান করুন।

এই কথা শ্রবণ মাত্র শূরসেন সহাস্য বদনে বলিলেন শুভাননে! আমি সে আতঙ্ক রাখি নাই, ভূষৎনাগের জীবনের সহিত একেবারে বিনষ্ট করিয়াছি, সে জন্য কোন উদ্বেগ করিও না, তাহাকে বর্ত্তমান রাখিয়া আসি নাই আর শত্রুকে জীবদ্দশায় রাখা কদাচ সমুচিত কর্ম্ম নহে। আমার পূর্ব্বপুরুষাচরিত দান, তপ, শৌচ, আর্জ্জব ও তিতিক্ষাদি ধর্ম্ম বলে আমি মানবদিগের অগম্য স্থানে গমন ও শত্রুনিপাতনে সততই সক্ষম হইয়াছি, সেই দুর্জ্জয় ভূষৎনাগ আমার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছে তাহার শিরোরত্নের প্রভাবে তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি তন্নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই।

অনন্তর ভূষৎনাগের মৃত্যু সংবাদ কর্ণগোচর হওয়াতে কাদম্বিনী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন, আর তাঁহার উচ্চাশা জাগরিত হইয়া উঠিল পরিশেষে তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে কহিতে লাগিলেন। হে মানবশ্রেষ্ঠ! আপনি এই অনন্ত

সাহসিক কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া আমাকে চির উপকারপাশে বদ্ধ করিলেন, আমি এ ঋণ প্রাণান্তেও পরিশোধ করিতে পারিব না, আপনার অসামান্য পরাক্রম এবং পুণ্যাশ্রিত কলেবর অবলোকন করিয়া আমার কঠোরকলুষধ্বংস ও দেহ অতি পবিত্র হইল, আর দুরূহ ক্লেশভার তিরোহিত হইয়া অতুল আনন্দ উদ্দীপিত হইল। আপনকার বাহুবলে কৃতান্তস্বরূপ সর্পভয়ে নিষ্কৃতি পাইলাম, বিষম বিষরূপ ব্রহ্মশাপে মুক্তি হইবার উপায় হইল, আপনার এই যশঃ-কীর্ত্তিব্যোমশোভিত-তারকার ন্যায় মানবমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইবে। এইরূপে কাদম্বিনী শূরসেনকে প্রশংসা করিয়া তৎপরে আত্মকৃত অপরাধও বিশ্বামিত্রের অভিশাপের বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি গন্ধর্ব্বরাজ সুরপালের কন্যা, আমার নাম ছিল হেমা, এক্ষণে শ্রীমতী কাদম্বিনী। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে এই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কি দেবগণ, কি দানবগণ, কি যক্ষকিন্নরাদি, কিম্বা মানবজাতি, কি অপরাপর আত্মীয়বর্গ কাহার সহিত এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই, নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতেছি আর কি শয়নে কি উপবেশন সততই সর্পভয়ে কম্পিত কলেবর হইতেছি, প্রতিদিন যৎকিঞ্চিৎ পর্য্যুষিত ফল ভোজন করিয়া জীবনমাত্র ধারণ করিতেছি। আহা! ঋষিবাক্যের কি প্রাদুর্ভাব, এই দুরূহ ক্লেশে কালযাপন করাতেও আমার প্রাণান্ত হয় নাই আর আকৃতিরও কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। যাহা হউক,

এক্ষণে আপনকার আগমনে আমি পরম সন্তোষলাভ করিলাম।

এই সকল কথা শ্রবণ করিলে শূরসেন পরিশেষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, চারুনেত্রে! গন্ধর্ব্বগণ শুভকার্য্য সম্পাদক এবং তাঁহারা দেবগণ ও দেবর্ষিগণকে সম্মোহন বিদ্যা নৃত্য গীত প্রভৃতি শিক্ষা দ্বারা সদা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই কুলোদ্ভবা তুমি, তোমাকেও সুশীলা ও সদাশয়া দেখিতেছি, তবে কি নিমিত্ত ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকটে অপরাধিনী হইয়াছিলে?

তিনি কহিলেন, একদা আমি যদৃচ্ছাক্রমে সেই রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কৃষ্ণ কালসর্প দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তৎকালে কেমন আমার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিল, আমি আশ্রমবাসী সকল প্রাণীকে অহিংস্রক জানিয়াও সর্পকে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলাম, সেই লোষ্ট্রাঘাতে আহত হইয়া সর্প মহর্ষির গাত্রের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলেন, পাপীয়সি! তুই যৌবনমদে মত্ত হইয়া যেমন আমার অবমাননা করিলি, এই অপরাধে মানবী হইয়া পাতালপুরে বাস করিবি। সেই অবধি আমার এইরূপ ক্লেশে দিনযাপন হইতেছে, জানিনা, বিধাতা কত দিনে আমার দুঃখের অবসান করিবেন। শূরসেন কহিলে, ভামিনি! তুমি কি জাননা ব্রহ্মশাপ অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে।

পূর্ব্বকালে নহুষ নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তিনি দিব্য রথে আরোহণ করিয়া দেবলোকে বিচরণ করিতেন এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, কটাক্ষমাত্রে প্রাণিগণের বল হরণ করিতে পারিতেন। দেব, নর, কিন্নর ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি ত্রিভুবনের প্রাণী সকল সশঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে করপ্রদান করিত, সহস্র সহস্র ঋষিগণকে তাঁহার শিবিকাবহন করিতে হইত। এক দিন অগস্ত্য মুনির পৃষ্ঠদেশে তাঁহার পাদস্পর্শ হইয়াছিল, সেই পাদস্পর্শে রোষাভিভূত হইয়া অগস্ত্য মুনি তাঁহাকে সর্পদেহ প্রাপ্ত হও বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সুবিখ্যাত নহুষ রাজা শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া বহু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিয়া ব্রহ্মশাপের পরতন্ত্রবশতঃ তাঁহাকে অজগর হইয়া অরণ্যানি মধ্যে থাকিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অতএব বেদবিদ্য ব্রাহ্মণগণের বাক্য কখনই লঙ্ঘন হয় না, ব্রহ্মকোপানলে সগরবংশ এককালে ধ্বংস হইয়াছিল তাহা বোধ করি তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে। হে শোভনে! তোমাকে যে ব্রহ্মশাপে এই দুর্নিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য নহে, ব্রহ্মকোপের বশীভূত হইয়া দেবগণও অনেকবার মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তোমাকে বোধ করি চিরকাল এরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে না, কেন না,

ঋষিগণ এত কঠিন হৃদয় নহেন। জগতের হিত সাধনই তাঁহাদের প্রধান ব্রত, তখন কাহাকেও চিরদুঃখে নিপাতিত করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে; তবে যে ক্রোধবশতঃ তোমাকে শাপ দিয়াছেন সে কেবল তোমার অহঙ্কার দোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বোধ হইতেছে। ভাল; সে সকল কথা দূরে থাকুক, এক্ষণে তোমার নিকট আমার তিনটী প্রশ্ন আছে তোমাকে বলিতে হইবে। ইহা শুনিয়া বামাস্বরূপী শূরসেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। হে ধীমদগ্রগণ্য! আপনি সর্ব্বাগমপারগ মনীষীর ন্যায় স্থিরব্রত, সত্যপর, বিশুদ্ধস্বভাব ও আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে শুভলক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আপনার কি প্রশ্ন আজ্ঞা করুন।

শূরসেন কহিলেন, ভদ্রে! আমার মনের মধ্যে এই সংশয় হইতেছে যে নাগ ভবনে আসিয়া এক বৈ দ্বিতীয় সর্প দেখিতে পাইতেছি না কেন? আর তুমি কহিলে যে পর্য্যুষিত ফল ভোজনে প্রাণ ধারণ করিতাম, কিন্তু সেই ফল তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইতে? আর কানন বাটীতে কাহার কন্যার অবয়ব চিত্রিত রহিয়াছে? এই তিনটী বিষয় তোমাকে বিশেষরূপে কহিতে হইবে। এই কথা শুনিবামাত্র গন্ধর্ব্বতনয়া ক্রমে ক্রমে এই তিনটী বিবরণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী কহিলেন, পরীক্ষিতনন্দন রাজা জন্মেজয় যৎকালে পিতৃশোক নিবারণার্থে রোষাভিভূত হইয়া সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় এস্থানের সমুদায় সর্প ব্রহ্মমন্ত্রের আকর্ষণে সেই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হইয়াছিল। ঋষিদিগের মন্ত্রের কি অসীম ক্ষমতা, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের ভুজঙ্গগণকে যেন রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া এককালে সেই অনলে দগ্ধ করিতে লাগিল, নাগগণ শূন্য হইতে অনবরত হাহাকার শব্দে পতিত হইতে লাগিল, সর্পকুল একেবারে ধ্বংস হইবার অনুবন্ধ হইয়া উঠিল।

পরীক্ষিতনন্দনের এবম্প্রকার অবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও সর্পদিগের বিনাশ দেখিয়া আস্তিক মুনি সেই যজ্ঞ নিবারণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তক্ষক এবং আর কয়েকটী সর্প রক্ষা পায়; তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পুণ্যবলে ভুষৎ নাগও রক্ষা পাইয়াছিল, সেই অবধি এই বিবরেই বাস করিত অন্য কোন সর্প এ স্থানে নাই।

রাজা জন্মেজয় যজ্ঞারম্ভে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে ত্রিভুবনের ভুজঙ্গম সকল এই যজ্ঞে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এক্ষণে তাহা না করিয়া বিজাতিগণ

কর্ত্তৃক বৈশ্বানরকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলেন। হুতাশন পূর্ণাহুতি না পাওযাতে পরিতুষ্ট হইলেন না, সেই রাগ-বশতঃ তিনি অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইযা সাগর সলিল শোষণ করেন। হে মান্যবর! মুনিগণ তাহাকে বাড়বানল বলিযা থাকেন, এবং একটীমাত্র সর্প ই বা এখানে কেন রহিল তাহার বিষয আপনকার নিকটে বিস্তা-রিতরূপে কহিলাম। এক্ষণে ফলের বিবরণ শ্রবণ করুন।

যখন স্বকর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র আমাকে অভি-শাপ প্রদান করেন তখন আমার পিতা স্বরপাল নামক গন্ধর্ব্ব মহাশয় সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া মহামুনি বিশ্বা-মিত্রকে বহু প্রকার স্তুতিবাদ করাতে তিনি কারুণ্য বশে আর্দ্র হইযা আমার শাপ বিমোচনের হেতু তাঁহাকে অনুমতি করিয়াছিলেন যে, মানবদর্শন ভিন্ন তোমার কন্যা নিষ্কৃতি পাইবে না, কিন্তু আমি যে কতদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকিব আর কত বৎসরের পর উদ্ধার হইব, সে কথা আমি বিশেষরূপে অবগত হই নাই, সুতরাং পিতা ও ব্রহ্মর্ষিতে ঐ সকল কথা হইতে লাগিল, এমন সময়ে আমার আর কালবিলম্ব সহিল না, আমি সেইক্ষণে মানবী হইয়া রোদন করিতে করিতে এই ঘোর নাগালয়ে পতিত হইলাম, তখন পিতা মহাশয় আমার দুরবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। আমি বিষাদ-সলিলে আপ্লুত হইয়া অনিবার্য্য ভয় ও চিন্তায় কাল হরণ করিতে লাগিলাম। আহা! সন্তানের প্রতি মাতা পিতার কি অপরি-সীম স্নেহ, আমি এখানে সমাগত হইলে কি ভোজন করিব,

কোথায় শয়ন করিব, কি প্রকারে দুর্নিবার ক্লেশ হইতে আমার জীবন রক্ষা হইবে, এই সমস্ত বিষয় জনক মহাশয় সদা সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে লাগিলেন। পরে দুই দিবস অতীত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত অস্বাস্থ্যপর হওয়াতে অপত্যমায়ায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাৎসল্য ও স্নেহের পরবশ হইয়া সময়ানুসারে এখানে আগমন করেন, কিন্তু প্রতিদিন আসিতে পারেন না, তন্নিমিত্ত আমার আহারার্থে সপ্তাহের ফল একেবারে প্রদান করিয়া যান। আমি নিত্য নিত্য দিবসের ষষ্ঠ ভাগে সেই পর্য্যষিত ফল ভোজন করি, মদীয় বৃত্তান্ত এতাবন্মাত্র।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! চিত্রলেখায় এই অভাগিনীর অনিরুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে তাহার বিশেষ তদন্ত অপনাকে [illegible] আপনি প্রণিধান করুন। আমি মনুষ্যের সাহায্য ব্যতীত স্বদেহ ও স্বধাম প্রাপ্ত হইতে পারিব না ঋষি ইহাই বলিয়াছিলেন। সেই কারণবশতঃ পিতা মহাশয় মানবজাতির সহিত আমার পাণিগ্রহণের নির্ণয় করিয়া পরিশেষে ভাবিলেন, যে হে মাতঃ! মানবী হইয়া দৈববশতঃ পাতালপুরে অবস্থিতি করিলে, কোন মানবের সাহায্য ব্যতিরেকে উহার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মনুষ্যগণ কিরূপে ইহার অনুধাবন করিতে পারিবে, তন্মাত্র তনু চিহ্ন ধরাতলে ত কাহার লক্ষিত হইতেছে না। এই আশঙ্কায় আমার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সচেষ্টিত হইয়া কানন মধ্যে একখানি ইষ্টকময় বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া-

ছিলেন, তন্মধ্যে আমার অবিকল অবয়ব একখানি চিত্রপটে লিখিত করিয়া সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর আমার দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া তিনি দ্বিতীয়বার কাদম্বিনী নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে অদ্য আপনকার সহিত সন্দর্শন হইয়াছে, নতুবা আপনি শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও আমার অনুসন্ধান করিতে পারিতেন না, যেহেতু আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি, যে অনেকানেক ব্যক্তি সেই চিত্রপটে মদীয় অবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভয়ানক স্থান বলিয়া এপর্য্যন্ত কেহ এস্থানে আগমন করিতে পারেন নাই, এবং পিতাও ঋষিশাপ ব্যর্থ হইবার নয় জানিয়া এতাবৎকাল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন মানবকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, ভাগ্যক্রমে আজি আপনকার দর্শন পাইয়াছি, আর আপনকার পুরুষার্থ দেখিয়া পরম পুলকী হইয়াছি, এত দিনের পর ঋষিবাক্য বিশুদ্ধমতে নিষ্পাদিত হইল, আমিও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনকার মনের অভিপ্রায় কি তাহা প্রকাশ করুন।

গন্ধর্ব্বতনয়া এই কথা কহিলে পর শূরসেন কিঞ্চিৎকাল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কাদম্বিনীকে সেই কানন বাটীতে লইয়া যাইব, কিম্বা রাজপুত্রকে এখানে আনয়ন করিব এই দুই কর্ম্মের কোনটা সুকর্ত্তব্য হয়, কাদম্বিনীকে লইয়া যাওয়া অতি দুঃসাহসী কার্য্য; কারণ এই রাত্রিকাল বিপুল বনোপবন অতিক্রম করিতে হইবে, তাহাতে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব রাজ-

তনয়কে এখানে আনয়ন করাই শ্রেয়ঃ কল্প, এইরূপ মনে মনে বাদানুবাদ করিতে করিতে প্রায় দুই দণ্ড কাল অতীত হইল, তখন কাদম্বিনী বিবেচনা করিলেন, যে "মৌনং সম্মতি লক্ষণং,, ইনি আমার পাণিগ্রহণ অভিলাষেই এস্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহাই নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কিন্তু কোন কোথা বলিতে পারিতেছেন না, এই ভাবিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন। প্রিয়ম্বদ! আপনি ত নাগপুরকে নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, আরত এখানে কোন বিঘ্ন নাই, তবে আমার পাণিগ্রহণ করিয়া আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পরিণয় বাসনা প্রগাঢ়রূপে নবীভুত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তিনি আপন গলদেশ হইতে বৈজয়ন্তীমালা উন্মোচন করিয়া বিনিময়ার্থে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। তাহা দেখিয়া শূরসেন বিমুখ হইয়া বলিলেন, চারুহাসিনি! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করি নাই, বাস্তবিক স্বরূপ কহিতেছি যে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না, এবং সে আশায় আমার আসা হয় নাই। যে জন্য আসিয়াছি তদ্বিষয় শ্রবণ কর।

কানন বাটীর চিত্রলেখায় তোমার বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া আমার প্রাণাধিক বন্ধু রাজতনয় বীরধ্বজ ক্ষুধিত চকোরের ন্যায় ঐকান্তিক চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই দুর্গম স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার সম্মতি হইলে অবিলম্বে তাঁহাকে আনয়ন করি এবং স্বর্ণমণি

সংযোগের ন্যায় তোমাদের উভয়ের মিলন সন্দর্শন করিয়া পরিতোষ লাভ করি এই আমার মানস, অথবা তুমি আমার সহিত রাজপুত্রের নিকট গমনোদ্যোগিনী হও। এই সকল কথা শ্রবণানন্তর কাদম্বিনী কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া পরিশেষে শূরসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে বন্ধুপ্রিয়! আপনকার তুল্য নিঃস্বার্থ বন্ধুকার্য্য সম্পাদন করিতে আমি কিশোরী কালপর্য্যন্ত কখন কাহাকেও দেখি নাই, আমি আপনাকে বরণ করিতে অভিলাষ করি আপনি মিত্রানুরোধে আমাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেছেন, জগতে এরূপ লোক অতি দুর্লভ যে স্বয়ং উপযাচিকা কামিনীকে অন্যের উপভোগের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারে। যাহা হউক, আপনকার এই বৈষম্য ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, আপনি যথার্থই বন্ধুহিতৈষী, আপনার গুণ দেখিয়াই আমি আপনারে প্রণয়াভিলাষিণী হইতেছি, অপরিচিত গুণসম্পন্ন রাজপুত্র কিরূপ চরিত্রের লোক তাহা জানিনা, অতএব তাঁহাকে আমার হৃদয়াধিকারী কি প্রকারে করিব, বিশেষতঃ পিতার অভিপ্রায় যে মনুষ্য আমার উদ্ধার করিবে তাহার সহিতই আমার বিবাহ হয়, সুতরাং আপনাকে মাল্য দানই আমার উচিত বোধ হইতেছে। তখন শূরসেন কহিলেন, ভদ্রে! সেই রাজতনয় সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাঁহার আকৃতি দেবতুল্য, আর কি রূপে, কি গুণে, কি প্রতিভায়, কি বল বিক্রমে, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সদৃশ লোক ত্রিলোকে দুর্লভ, আমার যেমন কলেবর দেখিতেছ তাঁহার কলেবরও এই প্রকার,

তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, একাবয়ব তুল্য বয়ঃক্রম, আর আমাদের উভয়ে হরিহর আত্মা, শয়ন ভোজন, গমনাগমন ও উপবেশন আমরা ঐককালে সম্পন্ন করিয়া থাকি। এই সকল বিষয় তুমি পরে জ্ঞাত হইতে পারিবে, আমি যথার্থ কহিতেছি, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না, তুমি কিঞ্চিৎ-কাল অপেক্ষা কর, আমি সত্বর তাঁহাকে আনয়ন করি-তেছি। ইহা শুনিয়া কাদম্বিনী ভাবিলেন যে, রমণীগণের অভিলষিত কোন কর্ম্মই স্বকীয় বশে সম্পাদিত হয় না, বিধাতা নারীজাতিকে নিতান্তই পরপরায়ণা করিয়াছেন। সুতরাং রমণীগণকে বালিকাবস্থায় মাতা পিতার, যৌবন-কালে স্বামির আর বার্দ্ধক্যে পুত্র কন্যার অধীনে চলিতে হয়, এইরূপে রমণীগণকে যাবজ্জীবন পরাধীনা হইয়া কাল-যাপন করিতে হয়। এবম্প্রকার বিবেচনা করিয়া গন্ধর্ব্ব-তনয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন। হে মানবাগ্রগণ্য! আপনকার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন কিন্তু আমি আর এস্থানে একমুহূর্তকালও থাকিতে পারিব না, আমার মনঃ প্রাণ অতি-শয় চঞ্চল হইতেছে, এবং কে যেন আমাকে আকর্ষণ করি-তেছে, অতএব আমি এইক্ষণে আপনকার সহিত গমন করিব।

এই কথা শুনিয়া শূরসেন কহিলেন, চঞ্চলে! তুমি গমন করিবে সত্য কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে আমার অন্তঃ-করণে যৎপরোনাস্তি ভয় হইতেছে, বস্তুতঃ তোমার গমনে আমি সুমঙ্গল দেখিতেছি না; এই রজনীকাল ঘোর কান্তারে প্রবেশ করিতে হইবে তন্মধ্যে বহুবিধ বন্য জন্তু সকল বিচ-

গুপ করিতেছে তাহারা অনায়াসে আমাদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। বরঞ্চ হিংস্রক জন্তুগণকে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিয়া আমি একাই গমন করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে কদাচ পারিব না। গন্ধর্ব্বতনয়া বলিলেন, প্রিয়ম্বদ! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, যাহা হইবার তাহাই হইবে, অদৃষ্টের লিখন কখনই খণ্ডন হয় না, এক্ষণে শীঘ্র গমন করিতে প্রস্তুত হউন, আমি আর এখানে স্থির হইতে পারিতেছি না, শাপাস্ত প্রযুক্তই হউক, নিয়তিক্রমেই হউক অথবা কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতই হউক আমার চিত্ত নিতান্তই অস্থির হইতেছে।

এইরূপ বারম্বার বলাতে শূরসেন ভয়যুক্ত হইয়া সেই কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং কাদম্বিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বতনয়া অষ্টাবিংশতি বৎসরের পর জলাশয় হইতে গাত্রোত্থান করিয়া জলতলোত্থিত কমলকলিকার ন্যায় শোভমানা হইলেন, মলয় বায়ুস্পর্শনে তাঁহার হৃদয়কোরক উদ্ভিন্ন হইল, তখন তিনি লোচনপলাশ বিস্তার করিয়া আপন রূপলাবণ্য চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু রজনীতে সেই অদ্ভুত কমলকে প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া সরোবরস্থ কুমুদীকুল আপনাদিগের বিষম বিভ্রাট বিবেচনা করিয়া মলিন বদন হইল। তাহাদের আশঙ্কা হইল সূর্য্যকান্তা বুঝি আমাদের কান্তের মনোহরণ করিতে আসিয়াছে।

অনন্তর কাদম্বিনী সেই সোপানোপরি দণ্ডায়মানা হইয়া পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সকল স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে গন্ধর্ব্বগণ শূরসেনের অলৌকিক ব্যবহার দর্শনে দুন্দুভি ধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিলেন। শূরসেন পুষ্পবৃষ্টি নিজ মস্তকে পতিত হইতে দেখিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন, চারুনেত্রে! কাহার প্রদত্ত এই দুরীভব পুষ্প সকল আমার মস্তকে পতিত হইল? যাঁহারা সতত পরত পরোপকার ব্রত প্রতিপালনে আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহাদের মন কদাপি কুপথে পদার্পণ করে না, পুষ্পবৃষ্টি সেই মহাত্মাদিগের মস্তকে পতিত হওয়া উচিত, আমি এমন কি সৎকর্ম্ম করিয়াছি যে আমার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ হইল? কাদম্বিনী কহিলেন, মান্যবর! আপনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, দুষ্কর্ম্মাদিকে পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর সৌজন্য শীলতায় আপনকার কলেবর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তজ্জন্যই বোধ হয় অদ্য আপনি গন্ধর্ব্বলোকে পূজনীয় হইলেন, নতুবা দেবগণ কখন অনর্হ ব্যক্তিকে কুসুম অর্পণ করেন না, অতএব আপনি ধন্য আপনকার ন্যায় বিমানচারী গন্ধর্ব্বগণের স্তবনীয় ব্যক্তি অবনীমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই বলিয়া মরালগামিনী কাদম্বিনী শূরসেনের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই কাননের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে তাঁহার গমনের ক্রমশঃ ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শূরসেন বলিলেন, অয়ি সুন্দরে!

তুমি পথের এ পার্শ্ব ও পার্শ্ব গমন করিও না আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ করিয়া আইস।

এই গহনকাননত নিয়ত অপরিষ্কার রহিয়াছে কণ্টকাদির আঘাত লাগিলে তোমার পদে ও পদাঙ্গুলিতে বেদনা বোধ হইবে এবং এই বিবেচনা করিয়া তোমাকে আনয়ন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ ছিলনা, কি করি, এ স্থানেত মানবযান কি অশ্বযান কিছুই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই তন্নিমিত্ত তোমাকে পদব্রজে এই পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত করা হইয়াছে, এক্ষণে সাবধানপূর্ব্বক গমন কর। এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে কুরঙ্গগণ সহসা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কুরঙ্গনয়নী কাদম্বিনী সশঙ্কিত চিত্তে অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন এবং ভীতভাবে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া শূরসেনের সব্যহস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মানবশ্রেষ্ঠ! বন্যপশুদের কলরব শুনিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি এবং নিদ্রায় আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, অতএব মানস করি এই লতামণ্ডলে যামিনীকাল অবস্থান করুন, প্রভাত হইলে পুনরায় গমনোদ্যোগী হওয়া যাইবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শূরসেন কহিলেন, ভদ্রে! তোমাকেত পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম, গৃহে অবস্থান কর, পরদিন প্রভাত হইলে প্রস্থান করা যাইবে, এখানে কোথায় বা অবস্থিতি করি পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ আলোকিত

বোধ হইতেছে প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, অন্ধকারভীত মৃগগণ দিবাকরকে স্বাগত প্রশ্ন করিবার নিমিত্তই বোধ হয় শব্দ করিয়া উঠিল, তুমি ভীত হইও না, এখান হইতে অর্দ্ধ যোজন পথ অতিবাহিত করিলেই লোকালয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তবে যদি অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইয়া থাকে ক্ষণেক বিশ্রাম কর। তোমার কোমল মসৃণ অঙ্গে অত্যল্প ক্লেশও অধিক বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে এত দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, এখানেত শয়নের উপযোগী কোন শয্যাদি নাই অতএব এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ক্ষণেক পরিশ্রম দূর কর। এই কথা শ্রবণ করিতে করিতে কাদম্বিনী সসব্যস্ত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ম্বদ! দেখুন আমার সমুদয় অঙ্গ কম্পিত হইতেছে এবং হৃদয় মধ্যে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, আর দাঁড়াইতে পারি না,এই বলিতে বলিতে সুধাংশুবদনী কাদম্বিনী অবসন্ন হইয়া সহসা মূর্চ্ছাপন্না হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার আত্মা মানবী দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য গান্ধর্ব্ব শরীর পরিগ্রহ করিল। শূরসেন কাদম্বিনীকে হঠাৎ পতিত হইতে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাঁহাকে উত্তোলন করিতে গেলেন। কিন্তু কাহাকে উত্তোলন করিবেন, যাহাকে তুলিবেন তিনি তথায় জীবিত নাই, তখন বার বার সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিছুতেই উত্তর পাইলেন না, পরে মূর্চ্ছাভঙ্গের বহু চেষ্টা করিলেন কোন মতে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল, প্রভাত হইয়া আসিল অরুণপ্রভায় কাদম্বিনীর অঙ্গ

অস্ফুটভাবে দৃষ্ট হইল, তথাপি বুঝিতে পারিলেন না যে কাদম্বিনীর পরলোক ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তিনি কাদম্বিনীর অচেতন অবস্থা অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভদ্রে! তোমার কি নিদ্রাকর্ষণ হইল অথবা কোন ভয়ানক জন্তু দেখিয়া কি আতঙ্ক পাইয়াছ? কিম্বা কোন উপদেবতাকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? অনসূয়ে! তুমি কি অসুখে ধূলায় শয়ন করিলে? আর কি জন্যই বা তোমার কলেবর অবসন্ন হইল? কি হইল? একবার আমাকে উত্তর দেও এ পরিহাস করিবার সময় নহে; ত্বরায় গাত্রোত্থান কর, তোমার জন্য বন্ধু নিশ্চয়ই জাগরণ করিয়া বসিয়া আছে শীঘ্র তাঁহার নিকট চল আর বিলম্ব করিও না, না যাইলে উপকারীকে বন্ধুহত্যার পাতকী করা হইবে; তুমি কি আমাকে কাপুরুষ বিবেচনা করিয়াছ তাহাতেই আমার বাক্যের উত্তর দিতে আপনাকে লজ্জিত বোধ করিতেছ? অথবা নলিনীনাথ পাছে তোমার বদন-সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কমলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার মুখকমলে করার্পণ করে এই ভয়েই বুঝি নিজবদন মলিন করিয়া রাখিয়াছ? যাহা হউক তোমার সুস্থ শরীরের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আমার চিত্তের চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, হেমলতা অপেক্ষা কোমল সুন্দর তোমার অঙ্গযষ্টি ধূলায় ধূসরিত দেখিয়া আমার নেত্রদ্বয় বিষাদজলে পরিপূর্ণ হইল, এবং মধুর বাক্য না শুনিয়া আমার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতাপিত হইতেছে। ভদ্রে! তুমি ফুল্লারবিন্দনয়ন কি নিমিত্ত মুদিত করিয়া রহিয়াছ?

আর কি জন্যই বা মুখচন্দ্রিমা মলিন করিলে? তোমার এই দুরবস্থা সন্দর্শনে আমার মনঃ প্রাণ অধৈর্য্যের পরবশ হইয়া জীবন পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, অতএব শীঘ্র ভূমিশয্যা পরিত্যাগ কর। এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে শূরসেন উদ্বিগ্নচিত্তে পুনরায় তাঁহার আপাদমস্তক বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেন, পরিশেষে দেখিলেন যে তাঁহার সমুদয় অঙ্গ ক্রমশঃ সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে, তখন কাদম্বিনীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলী বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তৎকালে তিনি বাক্‌শূন্য হইয়া স্তম্ভের ন্যায় ক্ষণ-কাল দণ্ডায়মান রহিলেন, তৎপরে শোক দুঃখে নিতান্ত কাতরাপন্ন হইয়া ত্রিভুবন শূন্যময় অবলোকন করিতে লাগি-লেন, তাঁহার বদন শুষ্ক ও অঙ্গ অবশ হইয়া গেল, নয়ন-যুগলে অনবরত জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তখন তিনি পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া যথোচিত আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রে! তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে? তোমার মনোহর অঙ্গ সৌষ্ঠব অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এই ক্ষণের মধ্যে পঞ্চত্ব হইল, আমার আশার অঙ্কুর সমূলে বিনষ্ট হইল! হায়! কি দুর্ভাগ্য! তোমার মৃত দেহ আমাকে দেখিতে হইল? হা হতোঽস্মি! এই বলিয়া তিনি ছিন্নমূল শালতরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিয়া কাদম্বিনীর মৃতদেহ বাষ্প বিদূষিত আদর্শতলের ন্যায় মলিনভাবে পতিত দেখিয়া অনিবার

বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, অনঙ্গুরে! এই নিমিত্ত আমার সহিত আগমন করিয়াছিলে, আমি নিশ্চয় জানিয়াছিলাম, যে কোন অংশে নিরাপদে যাইতে পারিব না, অবশ্যই কোন বিপদ ঘটিবে। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই প্রত্যক্ষ ফলিল, এই আশঙ্কায় তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম, তাহা না শুনিয়া আমাকে বিষাদসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে। হা চারুনেত্রে! তোমার পূর্ণ-চন্দ্রানন মৃত্যুরূপ জীমূৎপুঞ্জে আচ্ছাদন করিল? এবং মধুর বাক্য কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণত রহিল? কাঞ্চন গঠিত কলেবর মৃত্তিকাসাৎ হইল? হায় কি সর্ব্বনাশ! বিধি কি বাদ সাধিলেন! এই সকল কহিতে কহিতে শূরসেন শোকে দুঃখে বিহ্বল ও চেতনশূন্য হইয়া বারম্বার বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কিছু বিলম্বে ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন হে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি কি তোমার সহিত শত্রুতা করিয়াছিলাম? সেই বৈরসূচিত পাপ কি অদ্যই প্রকাশ পাইল? হা বিধে! আমার কলেবর কি তুমি পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলে? নতুবা কাদম্বিনীর শোকে এখনও দেহে প্রাণ রহিয়াছে কেন? রে জীবাত্মন্! তুই এখনই এই পাপাত্মার দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন কর, আমি সংসারের সুখসম্ভোগ দেহের ও জীবনের অভিলাষ সমুদায় বিসর্জ্জন করি, এই দেহ হইতে সম্পূর্ণ পরাকাষ্ঠা স্বীকার করিয়া কেবল অধর্ম্ম ও অযশ উপার্জ্জন হইল, এই দুর্নিবার ক্লেশ আমার চরমকাল পর্য্যন্ত স্মরণ

থাকিবে, এবং মনুষ্যগণ আমাকে স্ত্রীহত্যা অপবাদী করিবে, আমার বল বিক্রম ও সাহস সকলকে ধিক্! হে বন্য পশুগণ! তোমরা এই দণ্ডে আমার কলেবর যদৃচ্ছাক্রমে ভক্ষণ কর, শীঘ্র এই শোক দুঃখ সকল বিস্মৃত হই, আমি সরল অন্তঃকরণে কহিতেছি যে আমার এ দেহে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই এই কথা কহিতে কহিতে শূরসেনের অঙ্গ বাত্যবিলোড়িত খর্জ্জুরপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি অধৈর্য্য হইয়া ম্লানবদনে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে একবার দণ্ডায়মান হইতেছেন, একবার কাদম্বিনীর মস্তকের নিকটে উপবেশন করিতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে কাদম্বিনীর বিরহ জ্বর তাঁহার দেহ অধিকার করিল তিনি কিয়ৎক্ষণ প্রলাপ দেখিয়া যামিনী শেষে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র কাদম্বিনীর পরিচিত পথে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এখানে কাননবাটীতে রাজতনয় নিদ্রিত ছিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নানা প্রকার অনিষ্টজনক উৎপাত ও অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন। দক্ষিণদিকে শৃগালগণ এককালে বিত্রস্তচিত্তে ঊর্দ্ধমুখে অশিব ধ্বনি করিতে লাগিল, কৃষ্ণবর্ণ বায়সগণ প্রচণ্ড রব করিতে আরম্ভ করিল, আর তাঁহার বাম অঙ্গ ও বামনেত্র ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার চিত্তের অতিশয় চঞ্চলতা জন্মিয়া উঠিল। ভাবিলেন এই সকল যে কুলক্ষণ দেখিতেছি ইহা সাধারণ নহে, বোধ করি বন্ধু কোন সঙ্কটে পড়িয়া থাকিবেন কিম্বা মাতা পিতার কোন বিপদ হইয়া থাকিবে। তিন দিবস হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে সেখানকার কুশলাকুশল কিছুই জানিতে পারিতেছি না। হা, আমি কি নিষ্ঠুর! সামান্য রমণীরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণাধিক মিত্রকে ঘোর বনমধ্যে প্রেরণ করিয়াছি? আমার কি প্রজ্ঞাবল একেবারে পরিহীন হইয়াছিল? আমি কি সখার বিপদ সম্পদ কিছুই ভাবি নাই? সদ্ভাবের অসম্মান ও অনাদর করিয়াছিলাম? হায়! এই কার্য্যবশতঃ যদ্যপি বন্ধু কোন বিপাকে পড়িয়া থাকেন কিম্বা তাঁহার প্রাণান্ত হয় তাহা

হইলে আমি নিতান্ত বন্ধুহত্যার পাতকী হইব, হায়, আমার কি দূরদৃষ্ট! জীবন অপেক্ষা সখি সম্বল শ্রেষ্ঠ কিন্তু সেই সখিবল বোধ করি আজি বিধাতা হরণ করিয়া থাকিবেন, নতুবা এত অলক্ষণ দেখা যাইত না এবং আমার প্রাণ এত কাতর হইত না।

এইরূপ চিন্তা ও আত্মনিন্দা করিয়া বীরধ্বজ ভীত ও অভিমানচিত্তে অনতিবিলম্বে কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর গমন ও ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে অনতিদূরে একটী বৃক্ষমূলে শূরসেনের মৃত দেহ পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন কিন্তু তৎকালে তিনি শূরসেনের মৃত্যু হইয়াছে ইহা বিবেচনা না করিয়া, ভাবিলেন যে কেন সখা ভূমিশয্যায় পতিত রহিয়াছেন এবং সখার মস্তক বৃক্ষমূল হইতে স্খলিত হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, বোধ করি গত রাত্রে কাদম্বিনীর অনুসন্ধান প্রযুক্ত অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল সেই পরিশ্রমে সখা নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, গাঢ় নিদ্রায় উঁহার চৈতন্য নাই, মূল হইতে মস্তক ভূমিতে পতিত হইয়াছে, সমস্ত অঙ্গ ধূলি ধূষরিত হইতেছে, কিছুতেই সখার নিদ্রার ভঙ্গ হয় নাই। যাহা হউক এরূপ ভাবে পতিত থাকা আর দেখিতে পারি না, এই ভাবিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে সখে! গাত্রোত্থান কর, সখে গাত্রোত্থান কর এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, ক্রমে সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, শূরসেন সূর্য্যাভিমুখে পতিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গ সৌষ্ঠব সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, মোহন রূপ মলিন, স্পন্দন রহিত, নাসিকাপথ রুদ্ধ, নেত্রদ্বয়ে পুঞ্জ

পুঞ্জে মক্ষিকাগণ সঘনে উপবেশন করিতেছে, এ কি, এমন কেন হইল ? পরে গাত্রে হস্তার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অঙ্গ কঠিন বোধ হইল, আরো রাজতনয় ব্যাকুল চিত্তে নাড়িয়া চাড়িয়া তাঁহার আপাদ মস্তক প্রত্যেক অঙ্গ বিলক্ষণ রূপে দেখিয়া, কোন স্থানে কোন আঘাতের চিহ্ন পাইলেন না কিন্তু তাঁহার পঞ্চত্ব হইয়াছে এইটী নিশ্চয় বোধ হইল। তখন রাজপুত্র বক্ষে করাঘাত করিয়া, কি সর্ব্বনাশ, এ কি, এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, স্পন্দন হীন ! ইন্দ্রিয়-গণ অবশ, চৈতন্য রহিত হইয়া প্রায় মৃতবৎ হইলেন, জ্ঞান হয় তাঁহার আত্মা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া একেবারে প্রস্থান করিয়াছে। ঘোর বনমধ্যে যখন অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ কেহই সেস্থানে নাই তখন তাঁহার নিশ্চিত প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া সুরপাল গন্ধর্ব্ব শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন, কেন না রাজপুত্রের সংপূর্ণ আকিঞ্চনের শূরসেন কর্ত্তৃক কাদম্বিনী উদ্ধার হইয়াছে, সুতরাং সেই প্রত্যুপকারের হেতু তিনি ভূপাত্মজের মুখে ও বক্ষে পুনঃ পুনঃ সুশীতল জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সচেতন করাইয়া অদর্শন হইলেন। বীরধ্বজ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু বন্ধু বিনা ত্রিভুবন শূন্যময় দেখিলেন এবং হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সখে ! কাদম্বিনীকে আনয়নচ্ছলে জন্মের মত আমার নিকটে বিদায় হইয়াছিলে ? আর পুনরায় তোমাকে জীবদ্দশায় দেখিতে পাইলাম না। হায় আমার কি দুর্ভাগ্য ! হায় কি হইল ! আমি জন্মের মত সখাকে হারা-

ইলাম। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগলে দরদরিত ধারা পতিত হইতে লাগিল, শূরসেনের শোক অসহ্য বলিয়া বোধ করিলেন, তাঁহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, কিঞ্চিৎ পরে আবার তিনি শূরসেনের পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! তুমি আমার ক্লেশ কখন সহিতে পারিতে না, এক্ষণে তোমার নিকটে উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতেছি তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? একবার কথা কও, আমার পরিতপ্ত কলেবর শীতল হউক, তুমিত কখন আমার কথা অন্যথা কর নাই, এক্ষণে আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হইলে কেন? শৈশব কালাবধি অবিচ্ছিন্ন প্রণয়ে কালযাপন করিয়াছি, সেই অনুরোধে একবার গাত্রোত্থান কর, এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করি-লেন, তৎপরে তাঁহার মুখমণ্ডল ধারণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তোমার এমনং ভুবনমোহন রূপ মলিন হইয়া গিয়াছে, নেত্রদ্বয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর বিবর্ণ হইয়াছে, তোমার দশ ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া পাঞ্চভৌতিক কলেবরকে বিকৃতি করিয়াছে। আহা সখে! জন্মের মত বিদায় হইলে? তুমি যে কখন কোন স্থানে একা গমন করিতে না, আমাকে লইয়া যাইতে, এক্ষণে আমাকে কোথায় রাখিয়া চলিয়া গেলে? তোমার মৃত্যুকালে একবার দেখা হইল না আর সে সময়ে কোন উপকারও করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ জীবনাবধি আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিল। সখে! তোমার মুখচন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করিলেই আমার সকল দুঃখ অবসান হইত, তাহা কি আর হইবে না? তোমার ঐ সহাস্য বদনের মধুর

বাক্য আর কি কর্ণগোচর করিতে পাইব না? তোমার সহিত যে সঙ্গোপনে মনোগত সৎকথা ও সদালাপ করিতাম এবং সতত হাস্য পরিহাস্য করিতাম সে সকলই কি একেবারে ফুরাইয়া গেল? হা বিধি! আমার ললাটে কি এত ক্লেশ ও এত শোকসম্ভোগ লিখিয়াছিলেন? আমার জীবনকে ধিক্! প্রাণাধিক বন্ধুর প্রাণান্ত দেখিয়া এখনো এ দেহে প্রাণ রহিয়াছে, আর এ প্রাণ রাখিব না! বন্ধু! আমার আশা ভরসার তরু নির্ম্মূল করিলে, চিরসঞ্চিত মনোরথ সকল বিনষ্ট হইল, আমার কপালে কি এই ছিল? তোমার মৃত্যু আমাকে দেখিতে হইল? হায় কি হইল! এই বলিয়া শূরসেনের মৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া রাজপুত্র বারম্বার আলিঙ্গন ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এতাবৎ রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাঁহার অশ্রুজলে শূরসেনের শব দেহ আর্দ্র হইয়া গেল। এইরূপ ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি শোকে দুঃখে বিহ্বল হইয়া কখন সখার মৃত দেহের পার্শ্বে শয়ন করেন, কখন আলিঙ্গনচ্ছলে বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করেন, আর কখন বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকেন, কখন বা শবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, কখন বা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ রোদনাদি করিতে থাকেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে কিয়দ্দূরে চিত্রপটের সাদৃশী কাদম্বিনীর ন্যায় একটী রমণীরত্ন ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি চকিত ও বিস্ময় ভাবাপন্ন হইলেন এবং শীঘ্র তাঁহার

নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, দেখিলেন, ঐ কামিনী ভূমি-শয্যায় শয়ানা, পদদ্বয়ে অলক্ত চিহ্ন বর্ত্তমান, করকোকনদ প্রফুল্ল, গাত্রে সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপিত, হীরকাদি জড়িত নাসাভরণ, কেশাভরণ, পাদাভরণ প্রভৃতি অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার-সমূহ পরিশোভিত রহিয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বর্ণপ্রতিমা ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। নৃপাত্মজ সেই ভুবনমোহিনীকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং তিনি জীবিত কি মৃত ইহার স্থির নিশ্চয় না করিয়া মনে মনে করিতে লাগিলেন যে ইনি চিত্রপটের কাদম্বিনী, কেননা সেইরূপ অবয়ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব সকল ইহাঁতে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাঁকেই আনয়ন করিয়া বোধ হয় সখা কোন দৈববশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবে। কি ঘটনায় আমার প্রিয়তম মিত্রের জীবনান্ত হইয়াছে, তাহা ইহাঁদ্বারা জানিতে পারিব; এই ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অয়ি ভদ্রে! উঠ, উঠ, এ নিদ্রা যাইবার স্থান নহে, আমার সখাকে জাগরিত কর, সখা বুঝি তোমার কোকিলনিন্দিত কণ্ঠধ্বনিতে আমার চিরপরিচিত ধ্বনি বিস্মৃত হইয়াছেন সেই নিমিত্ত আমার আহ্বানে উত্তর দিতেছেন না, তুমি একবার আমার হইয়া সখাকে জাগাইয়া দাও, এ স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন, নবতরু কি নবদূর্ব্বা প্রভৃতি কিছুই নাই, তোমার অঙ্গে বেদনা হইবে আর এই পিপীলিকা মক্ষিকা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে তাহারা তোমার কোমলাঙ্গে দংশন করিবে; অতএব সখি! গাত্রোত্থান কর, উর্দ্ধে

চন্দ্রাতপ নাই, সূর্য্যকিরণে তোমার মুখচন্দ্রিমা মলিন হই-তেছে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, আর বিলম্ব করিও না, দিবা ভাগে অধিক নিদ্রা যাইলে আয়ুঃ শেষ হয়, প্রায় মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত, স্নান করিয়া দেহ স্নিগ্ধ কর।

রাজপুত্র এইরূপ কহিতে লাগিলেন কিন্তু কাদম্বিনীর কোন উত্তর না পাওয়াতে তাঁহার মনের মধ্যে দ্বিগুণ সন্তাপ জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া কাদম্বিনীর গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া উত্তোলন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রিয়সীর আমার বন্ধুর ন্যায় দশা ঘটিয়াছে নতুবা ইহারও অঙ্গ এত কঠিন হইয়াছে কেন। আমার হস্ত স্পর্শেও চৈতন্য নাই। যাহা হউক, উভয় দিকেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, অরণ্যে আসিয়া প্রাণ সম বন্ধুকে হারাইলাম, এবং মনে মনে যে অতি মহৎ উচ্চ আশা করিয়া ছিলাম তাহারও মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। হা হৃদয়েশ্বরি! তোমারও কি অদ্য কালপূর্ণ হইয়াছিল? আর এক দিন পরিমাণে কি তোমার আয়ুঃ ছিলনা? করাল কাল কি তোমাদের উভয়েরই অরণ্য ভ্রমণ-জনিত কষ্ট দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া নিজ আবাসে তোমা-দিগকে লইয়া গেছে? তবে কেন তোমাদের এদেহ এ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছে? হায়! তোমরা কেহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রতীক্ষা করিলেনা, অনায়াসে মর্ত্ত্যভূমিস্থ ও বন্ধুবান্ধবগণের মায়া পরিত্যাগ করিলে? আহা! তোমাদের ইচ্ছামৃত্যু হইল, কি কোন রোগবশতঃ প্রাণ

ত্যাগ হইল, আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং তৎকালে কোন প্রতিকারও করিতে পারিলাম না। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পূর্ব্বের শোক শতগুণে বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তখন তিনি অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন।

এই রূপ রাজতনয়ের কাতরতা দেখিয়া সুরপাল গন্ধর্ব্ব শূন্য হইতে কহিলেন, বৎস বীরধ্বজ! তুমি কাদম্বিনীকে এই দেহেই পাইবে কিন্তু তাহার এদেহে আর তাহাকে প্রাপ্ত হইবে না। শূরসেন পুনরায় উজ্জীবিত হইবে আর রোদন করিও না চিত্ত স্থির কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

রাজপুত্র সেই দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে বিশ্বাস হইল না, তিনি মনে করিলেন আমার বায়ুঃ প্রবল হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছি। এইরূপ বোধ হওয়াতে তিনি ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, ভাবিলেন, কি অদ্ভুত! আমি বাল্যকালাবধি কখন চক্ষে দেখি নাই আর কর্ণেও শ্রবণ করি নাই যে মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হয়। যাহ, হউক, বনে রোদন করিয়াই কি হইবে এক্ষণে সত্যই হউক আর মিথ্যাই বা হউক সেই আকাশবাণী শিরোধার্য্য করিলাম, এই ভাবিয়া তিনি আর কালব্যাজ করিলেন না, শীঘ্র কাদম্বিনীর আর শূরসেনের মৃত দেহ উভয় স্কন্ধে ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে ভূরি ভূরি বনোপবন অতিক্রম করিতে করিতে

বেলা দুই প্রহর অতিক্রান্ত হইল, প্রখর ভাস্করকিরণে দিঙ্মণ্ডল ও অবনী পরিতাপিত হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে লতা ও তরুর তরুণ শাখা পল্লব সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল, পক্ষী ও পশুকুল নীরবে স্বস্ব স্থানে প্রবেশ করিল, চাতক ও চাতকী মুহুর্মুহুঃ ডাকিতে লাগিল, সেই সময়ে রাজপুত্র শব বহন করিতে করিতে ভারাক্রান্ত হইলেন, এবং ভানুর উত্তাপে তাঁহার তনু ক্রমশঃ কৃশ হইতে লাগিল, পথশ্রান্তে গাত্রে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, আর গমনে সক্ষম হইলেন না, ক্ষুধায় ও পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া অদূরবর্ত্তী মেঘের ন্যায় একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, তাহার সানুদেশ হইতে প্রস্রবণ সকল নির্গত হইয়া পার্শ্ব দেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দূর হইতে সেই নির্ঝর দেখিয়া তাঁহার বল ও সাহস কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল এবং শ্রম সফল হইবে বলিয়া বোধ করিয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেই গিরির সন্নিকটস্থ হইলে সহসা দূর হইতে বন্য জন্তু সকলের হুঙ্কার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে করিতে কিয়ৎ দূরে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির পদ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে ভয়সঞ্চার হওয়াতে ত্বরান্বিত হইয়া জল পান করিবার আর আশা করিতে পারিলেন না; অতি সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বাভি-মুখে বেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বেগ-

বিশিষ্ট গতি ক্রমে কাদম্বিনীর অঙ্গের অলঙ্কার সকল ঝনঝনায়মান শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল। বহু দূর যাইলে মধ্যপথে কতকগুলি দস্যু চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া একটী স্থানে ধনাদি বিভাগ করিতে ছিল, সহসা ঐ ভূষণধ্বনি তাহাদের কর্ণগোচর হইল, তৎক্ষণাৎ তাহারা ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে দেখিল, একটী যুবা পুরুষ অমূল্য রত্নধারিণীকে লইয়া যাইতেছে। এক জন কহিল, বোধ করি বেটা আমাদের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে; ঐ দেখ কোথা হইতে তুই জনকে নিকাশ করিয়া লইয়া আসিতেছে, কিন্তু দেখ ভাই! বেটা কি আনাড়ী, মড়া গুলাকে কাঁদে করিয়া বহিয়া মরিতেছে, মনে করিয়াছে, এ নির্জ্জন এখানে জনমানব নাই তাই নির্ভয়ে অলঙ্কারাদি খুলিয়া না লইয়াই এখানে আসিয়াছে; যাহা হউক, উহার উপর বাটপাড়ী করিতে হইবে।

এই বলিয়া তস্করগণ শস্ত্রপাণি হইয়া আস্ফালন ও ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা করণানন্তর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাজপুত্রের চতুর্দ্দিকে এমত ভাবে দণ্ডায়মান হইল যে কোন মতে রাজতনয়ের আর পলায়ন শক্তি রহিল না, তখন রাজপুত্র মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বকীয় ভয়ভাব গোপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা কে এবং কি জন্যই বা আমারে বেষ্টন করিলে? তাহারা রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া সমবেত এক স্বরে কহিল, আরে বেটা তোর সে পরিচয়ে কাজ নাই, তুই বেটা তুইটা খুন করিয়া কোথা হইতে আসিলি! দে আমা-

দিগকে গহনা সকল খুলিয়া দে নতুবা এখুনি তোর প্রাণ সংহার করিব।

রাজপুত্র দস্যুদিগের এই রূপ কঠোরোক্তি শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দুইটী শবকে দুই পার্শ্বে রাখিলেন, এবং কটিস্থিত কোষ হইতে তরবারি নিষ্ক্রান্ত করিয়া পৃষ্ঠস্থিত চর্ম্মখণ্ড বাম হস্তে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন কাহার সাধ্য আমার নিকট হইতে আমার প্রিয়তমার অলঙ্কার উন্মোচন করে, আয় তোরা অগ্রসর হ, আমি একে একে তোদের সকলকেই যমালয়ে প্রেরণ করিব। দস্যুগণ তাঁহার এই রূপ অসমসাহস দেখিয়া এবং তিনি যে প্রকৃত বীরপুরুষ তাহা বুঝিয়া সহসা আক্রমণ না করিয়া কৌশলে তাঁহাকে নষ্ট করিবার জন্য বেষ্টনভাবেই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল এবং দূরং হইতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তিনিও প্রাণপণে অসিচর্ম্ম দ্বারা সেই সকল অস্ত্র হইতে আপন শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যৎকালে দস্যুগণ রাজপুত্রকে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠপুত্র শক্তি-ঋষি আশ্রমে আসিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে দস্যুদিগের মার মার শব্দ কর্ণগোচর করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত-সমস্ত চিত্তে বাহু প্রসারিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে দুরাত্মা দস্যুগণ ! আমার আশ্রমে হিংসা করিতেছিস ? পাপাত্মাগণ ! এই দণ্ডে তোদিগকে কোপাগ্নিতে ভস্ম করিব ; তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, এই কথা বলিতে বলিতে তিনি চরণের কাষ্ঠপাদুকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড বেগে আসিতে লাগিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর শক্তি ঋষিকে দেখিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া তস্করগণ তৎ-ক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল। রাজপুত্র অগ্রসর হইয়া বিত্রস্ত চিত্তে তাঁহার চরণে শিরঃ অবনত করিলেন, কিঞ্চিৎ পরে আপন পরিচয় বলিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়-মান রহিলেন। শক্তিঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দুইটী শব দেখিয়া বলিলেন, বৎস ! দস্যুগণ কি তোমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীকে হত করিয়াছে ? ইহা শুনিয়া ভূপাত্মজ সুর-সেনের মৃত্যুর পূর্ব্বাবধি বৃত্তান্ত সমস্তই বলিলেন, কিন্তু

কাদম্বিনী আর শূরসেনের যে কি রূপে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার তদন্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর শক্তি ঋষি রাজপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন, তৎপরে ধ্যানস্থ হইয়া তাহাদের পরলোক হইবার বিবরণ সকল জানিতে পারিয়া, সেই সমস্ত কথা নৃপসুতকে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। তাহা অবগত হইবা মাত্র রাজপুত্রের আরো শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ঋষি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন। বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আর ক্রন্দন করিও না, মৃত ব্যক্তিদের নিমিত্ত এত কাতর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, যে হেতু মর্ত্ত্যভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যু নিশ্চয়ই হয়, বিশেষতঃ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে চিরস্থায়ি ব্যক্তি কেহই নাই, দেহীগণকে জগদীশ্বর দারুময় পুত্তলীর ন্যায় মায়া রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া সদা নৃত্য করাইতেছেন, তন্মধ্যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি বহু জন্মান্তে কর্ম্মভোগ ক্ষয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করেন, আর কোন কোন মনুষ্য মরীচিকার ন্যায় বিষয় বাসনায় বিমুগ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মবশতঃ উপযুক্ত নানাগতি প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ লোকে নিজ কর্ম্মার্জ্জিত সুখ দুঃখাদি ফল ভোগ করে। ইঁহারা নিজ কর্ম্মবশতঃ পরলোক গত হইয়াছেন, তাহার জন্য শোক করিয়া আর কি হইবে, শোক মোহাদি দ্বারা বিচেতন হওয়া অজ্ঞ লোকের কর্ম্ম, জ্ঞানীরা কখনই কাহার জন্য শোক করেন না, কেন না আত্মা

অবিনাশী, কোন কারণে তাহার বিকারাদি পরিণাম নাই, আর সংসারের সত্বা যাবৎ অজ্ঞানব্যাপী, এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা সংসারকে প্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা কহেন। অতএব, তুমি ইহাদের বিয়োগজনিত শোক দুঃখ পরিত্যাগ কর, দেখ আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত জীবনাবধি সম্বন্ধ থাকে, তাহারা পরস্পর কেহ কাহার পরকালের সহগামী নহেন। অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বী হও, অজ্ঞান বালকের ন্যায় আর রোদন করিও না। রাজপুত্র কহিলেন, ভগবন্, আমি চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না, আপনার মহার্হ উপদেশ প্রস্তরাহত বাণের ন্যায় আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না, আমার প্রাণ অস্থির হইতেছে এবং ইহাদের শোকাগ্নিতে আমার বক্ষঃস্থল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, এক্ষণে যদি আপনি সানুকূল হইয়া ইহাদিগকে জীবিত করিবার উপায় করেন, তবে আমার অন্তঃকরণ সুস্থ হয়, নতুবা এ প্রাণ আর রাখিব না, এইক্ষণে আপনকার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া তিনি ঋষির পদদ্বয়ে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহা দেখিয়া ঋষি ঔদাস্যভাবে বলিলেন, হে রাজপুত্র! তুমি আর মিথ্যা অনুশোচনা করিও না, দেহান্তর হইলে দেহীগণ আর জীবিত হয় না এবং মৃতদেহে যে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইবে, ঈশ্বর এমন নিয়ম করেন নাই, যদি কখন কেহ দৈববশতঃ কোথাও হইয়া থাকে, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য, ইহা নিশ্চিত জানিবে। তুমিত সদ্বিবেচক, অতএব কুলপ্রথানুসারে ইহাদের অন্ত্যেষ্টি

সমাপন কর, নতুবা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ হইবে আমার বাক্য হেলন করিও না, প্রভাত হইলে স্বদেশে গমন করিও এবং তোমার বন্ধুকে প্রেতত্ব হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিও, আর অনর্থক অনুতাপ করিও না। এই সকল কথা শুনিয়া রাজতনয় বিনীতভাবে বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে প্রতারণা করিবেন না, আপনি সর্ব্ববেদবেত্তা ও সর্ব্ব ধর্ম্ম পারগ এবং স্থূল সূক্ষ্ম বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া সেই পরব্রহ্মকে নিরূপণ করিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের মানবদিগের অবস্থা ও প্রকৃতির বিষয় সমস্ত ইচ্ছামতে জ্ঞাত হইতে পারেন, আপনাদের অসাধ্য কিছুই নাই, আপনাদের সাধন বলে কি না হয়, আপনারা কি না করিতে পারেন। আমি শুনিয়াছি সাধন বলে জহ্নু মুনি দেবনদী মহাগঙ্গাকে গণ্ডূষে উদরস্থ করিয়াছিলেন এবং অগস্ত্য মুনিও সরিৎপতিকে শোষণ করিয়াছিলেন, আর ত্বষ্টা মুনিও বেত্রাসুরের শোকে রোষাভিভূত হইয়া কোপাগ্নিতে ইন্দ্রকে ভস্ম করিয়া স্বয়ং দেবেন্দ্র হইয়াছিলেন পরে সেই ইন্দ্রকে পুনরায় জীবিত করিয়া তাঁহার রাজত্ব ও রাজসিংহাসন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, অতএব আপনাদের সাধন বলই শ্রেষ্ঠ, আপনাদের অসাধ্য কি আছে বলুন, এই দুইটি মনুষ্যকে জীবিত করা কোন্ বিচিত্র কথা, আপনারা মনে করিলে কটাক্ষে সৃষ্টিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতেও পারেন, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই

সৃষ্টির প্রকরণ আপনিও অবলীলাক্রমে করিতে পারেন, আপনাদের সাধন সম্পত্তিতে সৃষ্টিকর্ত্তাও বাধিত হইয়া থাকেন। যাহাহউক, হে ভগবন্! এদীনহীনের আশা ভঙ্গ করিবেন না আমি নিতান্ত শরণাগত, এক্ষণে ইহারা যাহাতে জীবিত হয় তাহা করুন্।

এইরূপ বারম্বার বলিতে লাগিলেন এবং ঋষিও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজতনয় কোন-মতে নিরস্ত হইলেন না, ক্রমে দিবাকর স্বীয় তেজঃ সম্বরণ করত অস্তাচলে গমন করিলেন, তিমিরাবৃতা বিভাবরী সমাগতা হইল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল, দিবা-চরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করিল, নিশাচরগণ স্থানে স্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, নক্ষত্রমণ্ডল সমুদিত হইয়া নভোমণ্ডলের সুষমা বিস্তার করিতে লাগিল, সেই সময়ে শক্তি ঋষি সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপন করণানন্তর রাজকুমারের নিতান্ত চিত্ত বৈকুল্য দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ইহাদিগকে জীবিত করিবার নিমিত্ত তোমার একাগ্রচিত্ত দেখিতেছি, কিন্তু আমি যাহা কহিব সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে? রাজ-পুত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন ভগবন্! আপনি যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই করিব, অন্য কথাই কি আমি প্রাণ ত্যাগ করিলে যদ্যপি ইহারা জীবিত হয় তাহাতেও অস্বীকৃত হইব না, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম এক্ষণে কি করিব বলুন। ঋষি কহিলেন বৎস? একটী কথাবলি শ্রবণ কর এস্থান হইতে সাগরতীর এক যোজন পথ হইবে, তুমি যদ্যপি এই যামিনীমধ্যে কাদম্বিনীর মৃত দেহটী সমুদ্রে নিক্ষেপ

করিয়া আসিতে পার তাহা হইলে ইহাদের বাঁচিবার উপায় হইবে, নতুবা হইবে না। এই কথা শুনিবামাত্র নৃপাত্মজ চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার আজ্ঞাধীন ও দাসানুদাস আপনকার অনুমতি শিরোধার্য্য করিলাম, এইক্ষণে গমন করিব, কিন্তু শুনিয়াছি সমুদ্রের তীরে রাক্ষসদিগের বাসস্থান, তাহারা আমাকে দৃষ্টিমাত্রেই বিনাশ করিবে; তাহাও হউক, আমি মরণ শঙ্কাও করিতেছি না কিন্তু আমার প্রাণান্ত হইলে, ইহাদের বাঁচিবার কোন উপায় হইবে না অতএব সেই জাতুধানদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে যাইব বলুন। ইহা শুনিয়া শক্তি ঋষি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ভয় করিও না, তোমার কলেবর পবিত্র করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে অতিথি সৎকারের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ বৎসরের তপস্যার ফল প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ কর, এই পুণ্য বলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এবং সর্ব্বস্থানে গমন করিতে পারিবে, আর কোন হিংস্রক জন্তু তোমার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া ঋষি দ্বাদশ বৎসরের তপস্যার ফল মন্ত্রপূত করিয়া একটী প্রশস্ত ফলের সহিত রাজপুত্রকে সম্প্রদান করিলেন। ভূপাত্মজ স্বস্তি বলিয়া যেমন গ্রহণ করিলেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাপরাশি সাধনানলে তুলারাশির ন্যায় ভস্ম হইয়া গেল, বল বিক্রম ও সাহস বৃদ্ধি হইল, আয়ু যাহা ছিল তাহার দশাংশের একাংশ বৃদ্ধি হইল, অঙ্গে অগ্নি শিখার ন্যায় জ্যোতি নিঃসারিত হইতে লাগিল, তখন

তিনি আকাশপথে যে দেবদেবীগণ বিচরণ করেন তাঁহা-দিগকে দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর রাজকুমার হৃষ্টচিত্তে শক্তিঋষিকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কাদ-ম্বিনীর শবদেহ লইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। তখন রাত্রি দশদণ্ড অতীত হইয়াছে, ঘোর অন্ধকার, তথাপি রাজতনয় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ভয়ে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে বামে ও দক্ষিণে সিংহাদি নানা হিংস্রক জন্তুর চিৎকার ধ্বনি শুনিতে পাই-লেন কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মুনি বাক্য বিশ্বাস করিয়া এক মনে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ গমন করিয়া এমন এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন যে আর অন্ধকারে দিগ্‌বিদিক নিরূ-পণ করিতে পারিলেন না কোথায় যাই কি করি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল, সেই রোদন ধ্বনি শ্রবণ মাত্র রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এ কি এমন কেন হইবে; এই রাত্রিকালে এ ভয়ানক বনে নারীজাতি কিরূপে আসিবে, তাহা নহে, আমারই ভ্রম জন্মিয়াছে, তাই অন্য শব্দ রোদনের ন্যায় বোধ হইয়াছে। এই ভাবিয়া ক্ষণকাল কাণ পাতিয়া রহিলেন, কিছু পরে আবার রোদন শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন বিবেচনা করিলেন, যে আর ভয় নাই, বোধ করি বন এইবারে শেষ হইয়াছে, ঐ দিকে লোকালয় হইবে, এই ভাবিয়া তিনি রোদন উদ্দেশে গমন

করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একটী কূপ হইতে রোদনের শব্দ উঠিতেছে, তদ্দর্শনে তাঁহার আরও আশ্চর্য্য বোধ হইল এবং অন্তঃকরণে আশঙ্কাও হইতে লাগিল; কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে দর্শনেচ্ছুক হইয়া কূপে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, কেবল একটী পরম সুন্দরী কন্যা পতিত রহিয়াছে এবং ঊর্দ্ধে লক্ষ করিয়া একবার একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে; আর তথায় কেহই নাই, কিন্তু সেই কামিনী রাজপুত্রকে দেখিবামাত্র শূন্যে উঠিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে কূপ হইতে প্রায় হস্ত প্রমাণ উঠিল, রাজপুত্র আশঙ্কাযুক্ত একবার পশ্চাৎ হইলেন, আবার সাহসে নির্ভর করিয়া তাহার উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন কামিনী উত্তরীয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কহিল, হে মানবশ্রেষ্ঠ ! আপনকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, আপনি আমার গমনে প্রতিবন্ধক হইবেন না, এই কথা বলিতে বলিতে কামিনী প্রায় তৃতীয় হস্ত উঠিল। তাহা দেখিয়া রাজকুমার পুনরায় তাহার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিয়া কহিলেন, সখি ! তুমি এই রোদন করিতেছিলে, আমাকে দেখিবামাত্র শূন্যপথে উঠিতেছ, ইহার কারণ কি ? তুমিত কখনই মানবকন্যা নহ, কেননা মানব মহিলা হইলে শূন্যপথে গমন করিতে পারিতে না। যাহা হউক, তুমি কে ? তোমার নাম কি ? কোথা হইতে আসিয়াছিলে ? আর কোথায় বা যাইতেছ ? এই সমস্ত আমার নিকটে বিস্তারিত করিয়া কহ, নতুবা আমার হস্ত ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না, আমাকে সামান্য মনুষ্য

বলিয়া জ্ঞান করিও না, আমি কবিধ্বজ রাজার পুত্র, আমার নাম বীরধ্বজ, আমি কাহাকেও ভয় করি না, শক্তি ঋষি আমাকে দ্বাদশ বৎসরের তপস্যার ফল প্রদান করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক আমার বলাধিক্য হইয়াছে, তোমাকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া রাখিব। ইহা শুনিয়া কামিনী হাস্য-বদনে ভূতলে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিল, হে রাজপুত্র! আপনি আমার বিবরণ কি একান্ত শ্রবণ করিবেন, তিনি বলিলেন হাঁ। অতঃ-পর কামিনী আপনার বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

হেমা নাম্নী এক স্বর্গনর্ত্তকী আছেন, তাঁহার নাম বোধ করি আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, আমি তাঁহারই প্রিয় সহচরী, আমার নাম শ্রীমতী সর্ব্বতোভদ্রা। আমি একদিবস ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়া দেবরাজের সহস্র-লোচন স্বীয় লোচনে দর্শন করিতেছিলাম, অকস্মাৎ দক্ষিণ-পবনে আমার বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উড়াইয়া দিল, আমি কোন প্রকারে সে বস্ত্র রাখিতে পারিলাম না, তখন কি করি, অতিশয় অপ্রতিভ হইলাম এবং কুচদ্বয়ে হস্তাচ্ছাদন করিয়া লজ্জায় অধোবদনে রহিলাম। দেবরাজ সেই অপ-রাধে আমার প্রতি অভিশাপ করিলেন, পাপীয়সি! দেব-সভায় মানবীর ন্যায় আচরণ করিলি, তুই এ স্থানের যোগ্যা নহিস, অরণ্যস্তূপে পতিত হইয়া থাকিবি। এই শাপ শুনিয়া আমি ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার চরণে শিরঃ অবনত করিয়া তাঁহাকে বহু প্রকার স্তব করিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কৃপাবলোকন করিয়া কহিলেন, সর্ব্বতোভদ্রে শ্রবণ কর, স্বর্ণপাল গন্ধর্ব্বের কন্যা হেমা, বিশ্বামিত্রের শাপে

মানবী হইয়া পাতালে রহিয়াছে, সেই হেমা উদ্ধার হইলে তাহার মানবী অবয়ব দেখিলেই তুই এই শাপ হইতে বিমোচন হইবি।

এই কথা শ্রবণ করিতে করিতে এই অরণ্যকূপে পতিত হইলাম, এবং তদবধি অকষ্ট-বদ্ধে রোদন করিয়া কাল-যাপন করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনকার স্কন্ধদেশে হেমার মানবী অবয়ব দেখিয়া আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব-লোকে গমন করিতেছি, আমার বসন পরিত্যাগ করুন। ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, সখি! তুমি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, হেমাঙ্গীকে বিশ্বামিত্র অভিশাপ করিয়াছিলেন কি নিমিত্ত তাহা আমাকে বল, এই কথা শুনিয়া সর্ব্বতোভদ্রা হেমার আদ্যন্ত সমুদয় বিবরণ যথাযথ কীর্ত্তন করিল, তাহাতে রাজতনয় স্বীয় বন্ধু শূরসেনের অলৌকিক ব্যবহার অবগত হইয়া শোকে অধীর হইয়া রোদন করিয়া কহিলেন, সখি! আমারই নিমিত্ত এ দুজনের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে ইহা-দের জীবিত হইবার কিছু উপায় কহিতে পার? সর্ব্বতোভদ্রা বলিল, কাদম্বিনী আর জীবিত হইবেন না, যে হেতু হেমা উদ্ধার পাইয়া স্বদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই হেমাকে যদ্যপি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা হইলে আপনকার বন্ধু শূরসেন বাঁচিতে পারিবেন। এই কথা শ্রবণমাত্র রাজপুত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, সখি! হেমাঙ্গীকে কি রূপে প্রাপ্ত হইব, তদুপায় বল, নতুবা আমি এ প্রাণ রাখিব না, এক্ষণে তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। সর্ব্বতোভদ্রা দিপদগ্রস্ত

হইয়া ভাবিল, কি করি, বিশেষ কথা প্রকাশ করিলে হেমা আমাকে অপরাধিনী করিবে, আর না বলিলেও রাজপুত্রের যেরূপ চিত্ত বৈকল্য দেখিতেছি ইহার জীবন রক্ষা হইবে না, এ কথা বলাই ভাল হয় নাই, যাহা হউক রাজতনয়ের জীবন রাখাই কর্ত্তব্য, পরে যে রূপ ঘটনা হয় হইবে। এই ভাবিয়া সর্ব্বতোভদ্রা হেমাকে পাইবার উপায় করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বতোভদ্রা কহিল, হে রাজপুত্র ! আপনি শ্রবণ করুন, কাদম্বিনীর করশাখাতে যে অঙ্গুরীয় আছে ঐ দেখ নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, ঐটী ইন্দ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক, হেমার চিহ্নস্বরূপ, ঐ অঙ্গুরীয় ব্যতিরেকে হেমা ইন্দ্রের সভায় যাইতে পারিবেন না, নর্ত্তকীগণের সকলেরই এইরূপ এক একটী চিহ্ন আছে, সেই চিহ্ন ব্যতীত কোন নর্ত্তকীর দেবসভায় যাইবার ক্ষমতা নাই, বিশেষতঃ যৎকালে কাদম্বিনীর মৃতদেহ অরণ্যানী মধ্যে পতিত হইয়াছিল, তখন হেমা ঐ অঙ্গুরীয়কটী কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, অতএব ঐ অঙ্গুরীয় লইতে হেমাকে অবশ্যই আসিতে হইবে। এক্ষণে আপনি কাদম্বিনীর অনামিকা অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া অগ্রে আপনার অঙ্গুলীতে ধারণ করুন্, তৎপরে হেমার মানবী দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন, আমি এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া সর্ব্বতোভদ্রা আকাশমার্গে গমন করিল, কিয়দ্দূরে দেখিল হেমাঙ্গী শূন্যে বিচরণ করিতেছেন, সর্ব্বতোভদ্রা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া নম্রভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিল। হেমা বিরসবদনে তাঁহাকে সম্বোধনান্তে বলিলেন, সর্ব্বতোভদ্রে ! তুমি কি করিলে ? মনুষ্যের নিকটে আমাকে আবদ্ধ করিয়া

রাখিয়া আসিলে? ভবিষ্যতে কি ঘটিবে কিছুই ভাবিলে না? আমি কি করিব, মর্ত্ত্যলোকে কষ্টের পরিশেষ নাই, বিশেষতঃ একবার বিশ্বামিত্রের শাপে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আসিয়াছি, এখন তিন দিবস অতীত হয় নাই, আবার কতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য লোকে থাকিতে হইবে, আর কত দিনের পরই বা নিষ্কৃতি পাইব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এই বলিয়া তিনি বিমর্ষভাবে রহিলেন। তখন সর্ব্বতোভদ্রা তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য দেখিয়া কহিতে লাগিল আর্য্যে! আপনি দুঃখিত হইবেন না, রাজপুত্র সামান্য মনুষ্য নহেন, তাঁহার আকৃতি দেবতার ন্যায়, ঐ দেখুন রূপে কানন আলোকময় হইয়াছে। শক্তিঋষির নিকটে দ্বাদশ বৎসরের তপস্যার ফল প্রাপ্ত হওয়াতে উহাঁর কলেবর অতি পবিত্র হইয়াছে অতএব আপনি অনর্থক অভিমান করিবেন না, এইরূপ তাঁহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল।

এখানে রাজপুত্র মৃতা কাদম্বিনীর করশাখা হইতে ইন্দ্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া অগ্রে আপনার অঙ্গুলীতে ধারণ করিলেন, তৎপরে কাদম্বিনীর মৃতদেহ গভীর সাগরের পয়োরাশি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শক্তিঋষির আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হেমাঙ্গী রাজতনয়ের পশ্চাদ্গামিনী হইয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন। হে রাজতনয়! আপনকার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আমাকে অঙ্গুরীয়টী প্রদান করিয়া যাউন। হে মহাত্মন্! হে মানবাগ্রগণ্য! একবার দাঁড়াইয়া এই অভাগিনীর প্রতি

কৃপাবলোকন করুন, আমি নিতান্ত শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অঙ্গুরীয়টী প্রদান করিয়া আমার মান রক্ষা করুন। হে দয়ার্দ্রচিত্ত! আমাকে দেবসভায় আর অপদস্থ করিবেন না, অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া আমাকে উপকারপাশে বদ্ধ করুন, আমি আপনকার যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিব এবং এক্ষণে যাহা কহিবেন তাহাও করিব। এইরূপ বারম্বার সম্বোধন করিতে করিতে রাজতনয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-লেন। রাজপুত্র যেন দেখিয়াও দেখেন নাই, শুনিয়াও শুনিতে পান নাই এইরূপ ভাবে চলিলেন, কিয়দ্দূর যাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন, তুমি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ, আমার নিকট একটী বিষয়ে প্রতিশ্রুত না হইলে তোমাকে এ অঙ্গুরীয় প্রদান করিব না, তুমি অঙ্গী-কার কর তাহা হইলে অঙ্গুরীয় প্রদান করি। হেমা কহিলেন, অগ্রে অনুমতি করুন পশ্চাৎ অসাধ্য না হইলে অবশ্য আপনকার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি, নতুবা আপনকার কি অভিপ্রায় না জানিয়া কেমন করিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হই, আপনকার ইহা উচিত নহে যে আমার অঙ্গুরীয় আপনি গ্রহণ করেন, তবে রাজা বলিয়া যদি ইহাতে স্বত্ব বিবেচনা করেন, তাহাও করিতে পারেন না, কেননা ইহাতে আমার স্বত্ব আছে, অস্বামিক ধনেই রাজার অধিকার, যাহাহউক আপনি আমার ধন আমাকে অর্পণ করুন। রাজপুত্র কহিলেন, মৃত ব্যক্তির ধনে আমার অধিকার, এ ধন ত তোমার প্রার্থনার বিষয় দেখিতেছি না। হেমাঙ্গী

সহাস্য বদনে কহিলেন, এ আমার অঙ্গুরীয় ইহাতে আমার নাম খোদিত রহিয়াছে, তবে যদি নিতান্তই প্রদান না করেন, আমার দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিয়া আমার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরিবর্ত্ত করুন, কেননা ইহা ভিন্ন আমার দেবসভায় যাওয়া দুর্ঘট। রাজপুত্র ভাবিলেন অঙ্গুরীয় বিনিময় করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সুযোগ হয় কিন্তু তাহা করিলে হয়ত আবার ইনি দেবসভায় চলিয়া যাইবেন, বহুকাল ইহার সহবাস-জনিত সুখলাভে বঞ্চিত হইব, এই ভাবিয়া অগ্রে প্রদান না করিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করাইলেন, হেমাঙ্গী বচনবদ্ধ হইলে তিনি পাণি-গ্রহণ প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে হেমাঙ্গী সম্মত হইলে উভয়ে শক্তি ঋষির আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বদিক দীপ্যমান হইল, অরুণ দেব সপ্তাশ্বের অশ্ব-রশ্মি সংগ্রহ করিয়া অগ্রে দর্শন দিলেন পরে সূর্য্যদেব সুসজ্জীভূত হইয়া দিব্য বিমানারোহণে আবির্ভূত হইলেন, ক্রমে মেদিনীমণ্ডল সৌবরাগে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, জগতের প্রাণী সকল উদ্বোধিত হইয়া আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, দেবর্ষিগণ বেদধ্বনি করিয়া মঙ্গল্লোক আবৃত করিতে লাগিলেন, ভূমণ্ডলে মুনিগণ সাধনের সামগ্রী কুশাসন কমণ্ডলু প্রভৃতি আহরণ করিয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যা করণার্থে স্থানে স্থানে উপবেশন করিতে লাগিলেন, দিগিনস্থিত তরুগণ নিজনিজ সুবর্ণমণ্ডিত শিরোদেশ নত করিয়া যেন দিনকরকে নমস্কার করিতে লাগিল, বিহঙ্গগণও কলরব করতঃ যেন মুনিদিগের সামগানের প্রতিধ্বনি করিতে

লাগিল, সেই সময়ে রাজকুমার হেমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শক্তিঋষির আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, ঋষি সে স্থানে নাই কেবল শূরসেনের মৃত দেহটী পতিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইল, কি হইবে, কে আমার সখাকে জীবিত করিবে এই ভাবিয়া শোকাকুলচিত্তে রোদন করিয়া হেমার প্রতি কহিলেন, প্রিয়ে! আমার সখা আর জীবিত হইলেন না, বোধ করি এ জন্মে আর জীবন লাভ দর্শন করিতে পাইব না, এক্ষণে তুমি যদ্যপি ইহার কোন উপায় করিতে পার, তাহা হইলেই আমি প্রাণ রাখিব, নতুবা বন্ধুকে দাহ করিতে যে অগ্নিকুণ্ড করিব সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এই বলিয়া তিনি ব্যাকুলচিত্তে অগ্নিকুণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হেমাঙ্গী তাঁহার হস্ত-ধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, আর্য্য! আপনি চিত্ত স্থির করুন, আমি উহার উপায় করিতেছি কিন্তু আপনি বলুন যে শূরসেন জীবিত হইলে আমাকে ত্যাগ করিবেন, রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে রহস্য কহিতেছ কি সত্যই কহিতেছ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হেমা বলিলেন আমি আপনাকে পরিহাস করি নাই সত্যই কহিতেছি, আপনি যদি আমাকে পরি-ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন তাহা হইলে আমি শূরসেনের জীবন বিধান করি। ইহা শুনিয়া রাজতনয় কহিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে ত্যাগ করিব কোন বিচিত্র কথা বন্ধুর নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, বিশেষতঃ বন্ধুই প্রাণা-

ধিক্, রমণী তাদৃশ নহে, যেহেতু রমণী হইতে মনুষ্যেরা বিপদ্‌গ্রস্ত হন কিন্তু বন্ধুবলে মনুষ্যগণ সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ দেখ রঘুবংশ চূড়ামণি বিপদউদ্ধারণ মহাত্মা রামচন্দ্র রমণী হইতে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন কিন্তু বন্ধুবলে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব এই জগতীতলে বন্ধুত্ব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে দাতা, কৃপণ, সুজন, দুর্জ্জন জানিতে পারা-যায়, এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতির অনুমান হয়, আর যশঃকীর্ত্তি ও ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, বন্ধুর তুল্য ধন আর নাই। এক্ষণে যদি বন্ধুকে প্রাপ্ত হই তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট লাভ হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিব, এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র শূরসেনকে বাঁচাইবার উপায় কর।

ইহা শুনিয়া হেমাঙ্গী যোগাসন করিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে দেবরাজ পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রত্যক্ষ আসিয়া শূরসেনকে জীবিত করিলেন। তখন সর্ব্বতোভদ্রাও, প্রিয়সখী বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া ইন্দ্রের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, দেবরাজ তাঁহাকে অনুমতি করিলেন যাবৎ তোমার প্রিয়সখী রাজ-কর্ত্তৃক পরিণীত হইয়া বিহারাদি করিবেন তাবৎ তুমিও এই মর্ত্ত্য-ভূমিতে অবস্থিতি করিয়া উঁহার সহচরীভাবে কালযাপন করিও। সর্ব্বতোভদ্রা তথাস্তু বলিয়া সম্মতি দিল এবং মনে মনে ভূমি-শায়ী শূরসেনের প্রতি আপন অনুরাগসূচক কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। দেবরাজ স্বস্থানে গমন করি-

লেন। রাজপুত্র স্বীয় বন্ধুকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন এবং হেমাকে বহু প্রশংসা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ম্বদে! তোমার গুণেই আমি প্রাণাধিক বন্ধুকে প্রাপ্ত হইলাম, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এক্ষণে তোমার ইন্দ্রদত্ত অঙ্গুরীয় দিতেছি তুমি গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন কর, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, আমার প্রতি বিরক্ত হইও না; এই বলিয়া হেমার অঙ্গুরীয় হেমাকে প্রদান করিলেন।

তৎপরে শূরসেনকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, তাঁহার নেত্র যুগল হইতে আনন্দ অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শূরসেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইয়া বন্ধুকে প্রত্যালিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, এ বরবর্ণিনীরা কে? আর বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? ইহাকে যেন চিন্তান্বিত দেখিতেছি এবং যেন আপনাকে কিছু বলিবে বলিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। শূরসেনের এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই হেমা নম্রভাবে বলিলেন, আর্য্য! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমি আপনকার অন্তঃকরণ বুঝিবার নিমিত্ত ত্যাগের কথা কহিয়াছিলাম, এক্ষণে দেখিলাম আপনি যথার্থই বন্ধু-হিতৈষী, আপনকার তুল্য ব্যক্তি অবনীমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ; আমি স্বর্গনর্ত্তকী, আমরা ভাব ভঙ্গিতে দেবগণের মন মোহিত করিয়া থাকি, আপনি মনুষ্য হইয়া অনেক ক্লেশে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও বন্ধুর নিমিত্ত ত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন,

ইহা অতি আশ্চর্য্য, মনুষ্য হইয়া কেহই এমন করিতে পারে না, আপনকার কার্য্য দেখিয়া আমি আরও বাধিত হইতেছি, এক্ষণে আমাকে গ্রহণ করুন।

এইরূপ বলাতে রাজতনয় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে অগ্রে সম্মত হই নাই, তুমিই নিজে পরিত্যাগের অনুরোধ করিয়াছ তাহাতেই আমি সে বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলাম নতুবা তোমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অমানুষিক গুণ সম্পান্না কামিনীকে কে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারে? যাহা হউক তোমা হইতে যে আমার জীবনজীবক বন্ধুরত্ন প্রাণ প্রাপ্ত হইলেন ইহার পরিশোধ কিছুতেই করিতে পারিব না, তবে যদি আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দাও তাহাই আমি ভাগ্য করিয়া মানি।

এইরূপ কথোপকথনের পর শূরসেন কহিলেন, বন্ধো! আজ বড় আনন্দের দিন, চলুন আর্য্যাকে লইয়া রাজ্যে গমন করা যাউক, আমাদের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব সকলে অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, আর আমারও মনোভিলাষ পূর্ণ হইল, বিধাতা করুন আপনাদের যোগ মণিকাঞ্চনের ন্যায় পৌরবর্গের আনন্দজনক হউক। এই বলিয়া গমনের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, রাজাও বয়স্যকে সর্ব্বব্রতাভদ্রার প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি ক্ষেপণ করিতে দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, বন্ধু! তোমাকে গৃহ গমনে এত ব্যস্ত দেখিতেছি কেন, আমাদিগকে

ফেলিয়াই গমন করিতে প্রস্তুত? শূরসেন অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, না না, মহারাজ আপনাদিগকে রাখিয়া যাইব না, তবে কি না পথটা পরিষ্কার করিতে করিতে যাই, আর বন্ধুর বিবাহে বাদ্য হউক না হউক দেশে গিয়াত রাজার ছাট্টা করিতে হইবে তাহা অগ্রে না যাইলে কেমন করিয়া চলিবে!

বীরধ্বজ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কেন তোমার কি লগ্ন বহিয়া যাইবে? ভয় নাই হয়ত এক উদ্যোগেই হুই!!! হেমা কহিলেন আমার বয়স্যার সহিত আপনার বয়স্যের ঘটকতা আমিই করিয়া দি; এক ক্ষুরে উভয়েরই চলিবে। এই বলিয়া পরিহাস করিলে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! বন্ধুর ক্ষুরের অভাব নাই তাহা ভাবিতে হইবে না। এক্ষণে চল রাজ্যে গমন করা যাউক।

অনন্তর সকলে স্বরাজ্যে গমন করিলে প্রজাগণ পুলকিত হইয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। রাজা বন্ধুর বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া অনন্তর স্বয়ং হেমার পাণিগ্রহণ করিয়া বন্ধুকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন ইতি।

হেমোপাখ্যান সমাপ্ত।

কলিকাতা নং ৯৯ আহীরীটোলা এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে
শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৪	পাতুরচ্ছদ	পাণ্ডুরচ্ছদ
৪	১৬	ভূষৎনগরে	ভূষৎনাগের
১২	২৩	কহিলে	কহিলেন
১৩	১৪	অজগর	আজগর
১৫	১২	আস্তিক	আস্তীক
১৭	১৮	হে মাতঃ	হেমা, ত
১৮	১৫	পুলকী	পুলকিত
১৯	৬	কোথা	কথা
২৩	৭	দূরীভব	দিবিভব
২২	৮	শাপান্ত	শাপাং
২৪	৩	কাননত্ত	কানন
৩৩	১৪	আকিঞ্চনের	আকিঞ্চনে
৩৬	২	শয়ানা	শয়না

সাহায্যকারী

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন পাল ১২৲ টাকা

শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সেট ৫৲ ,,

শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যকিঙ্কর শীল ৮৲ ,,